POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

يَآَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡٓا اِذَا قُمۡتُمۡ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغۡسِلُوۡا وُجُوۡهَكُمۡ وَاَيۡدِيَكُمۡ اِلَى الۡمَرَافِقِ وَامۡسَحُوۡا بِرُءُوۡسِكُمۡ وَاَرۡجُلَكُمۡ اِلَى الۡكَعۡبَيۡنِ (المائدہ:7)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও তখন তোমরা ধৌত কর তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের হস্ত কনুই পর্যন্ত এবং তোমরা (সিক্ত হস্ত দ্বারা) তোমাদের মস্তক মুছিয়া ফেল এবং (ধৌত কর) তোমাদের পা গিরা পর্যন্ত।

(সূরা আল মায়েদা: ৭)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّيۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ وَعَلٰى عَبۡدِهِ الۡمَسِيۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

সংখ্যা 19

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

13 মে, 2021 ● 30 রমযান 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

১২৪৬) হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী করীম (সা.) বলেছেন- যায়েদ (রা.) পতাকা হাতে তুলে নেন, তিনি শহীদ হন। এরপর জাফর (রা.) সেটি হাতে নেন এবং তিনি শহীদ হয়ে যান। (তিনি একথা বলছিলেন) আর তাঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। এরপর খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) সর্দার না হয়েও সেটি ধারণ করলেন এবং তিনি জয়লাভ করলেন।

হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ (রা.) এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন- মওতার যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা সিরিয়া প্রান্তে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে হযরত যায়েদ বিন হারিস (রা.) সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন, যিনি একজন মুক্তকৃত ক্রীতদাস ছিলেন। আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, যদি তিনি শহীদ হয়ে যান তবে হযরত জাফর এবং তিনি শহীদ হলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা.) সেনাপতি হবেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে তিন হাজার সৈন্য ছিল আর শত্রুপক্ষের ছিল প্রায় এক লক্ষ। এই তিন মহা সম্মানিত সাহাবী একে একে যুদ্ধের ময়দানে কাজে আসেন। সব শেষে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর হাতে জয়লাভ হয়। উপরোক্ত তিনজন সাহাবার শাহাদতের সংবাদ আঁ হযরত (সা.) পূবাহ্নেই দিব্যদর্শন কিম্বা ওহীর মাধ্যমে পেয়েছিলেন। এই সম্মানীয় ও নিষ্ঠাবান সঙ্গীদের বিরহ বেদনায় তাঁর চোখ থেকে অবিশ্রান্তভাবে অশ্রুধারা বয়তে থাকে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয)

নৈতিকতার সংশোধনের জন্য এমন এক অস্তিত্বের উপর ঈমান আনা আবশ্যক, যিনি সর্বদা এবং সর্বাবস্থায় মানুষের উপর দৃষ্টি রাখেন এবং যে মানুষের প্রতিটি কর্মের সাক্ষী, যিনি অন্তর্যামী।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যুগের প্রয়োজন

লক্ষণীয় বিষয় হল মানুষ সত্য ধর্মবিশ্বাস থেকে কিভাবে মুখ ফিরিয়ে আছে! ইসলামের বিরুদ্ধে কুড়ি কোটি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের একটি সীমা থাকে। দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর জঙ্গলের পশুপাখিরাও বৃষ্টির আশায় আকাশের পানে মুখ তুলে চায়। আজ ১৩০০ বছরের রৌদ্র ও খরার পর আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে এসেছে, এখন কেউ একে বাধা দিতে পারবে না। বর্ষা ঋতু নেমে এলে কে একে রোধ করতে পারে? এটি এমন এক সময় যখন মানুষের হৃদয় সত্য থেকে বহুদূরে সরে গেছে, এতটাই যে খোদার অস্তিত্ব নিয়েও সন্দিহান হয়ে পড়েছে।

আল্লাহর উপর ঈমান আনার গুরুত্ব

মানুষের সকল কর্ম কেবল ঈমান দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন কেউ যদি ভুলবশত আর্সেনিককে চুন মনে করে বসে, তবে অনেকটাই হয়তো খেয়ে ফেলবে। কিন্তু যদি সে বিশ্বাস করে যে এটি প্রাণঘাতী বিষ, তবে সে মুখের কাছেও আনবে না। প্রকৃত পুণ্যকর্ম সম্পাদনের জন্য খোদার অস্তিত্বের উপর ঈমান আবশ্যক। কেননা জাগতিক শাসকরা জানে না যে কেউ ঘরের মধ্যে কি করে বা তার গোপন কর্ম সম্পর্কে অনবহিত থাকে। যদিও কোন ব্যক্তি নিজের সৎকর্মশীল হওয়ার মৌখিক দাবি করতেই পারে। যদি সে মনের মধ্যে ভিন্ন বিশ্বাস পোষণ করে, তথাপি শাসক দ্বারা কৈফিয়ত তলব করার ভয় তার থাকে না। কেননা, দিনেরাতে, অন্ধকারে-দিবালোকে, নিভৃতে ও প্রকাশ্যে, নির্জনে ও সমাগমে, গৃহে ও বাজারে -বন্দরে যার ভয় মানুষকে সর্বদা সমানভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে - পৃথিবীতে এমন কোনও শাসক নেই। কাজেই নৈতিকতার সংশোধনের জন্য এমন এক অস্তিত্বের উপর ঈমান আনা আবশ্যক, যিনি সর্বদা এবং সর্বাবস্থায় মানুষের উপর দৃষ্টি রাখেন এবং যে মানুষের প্রতিটি কর্মের সাক্ষী, যিনি অন্তর্যামী। কারণ প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পুণ্যবান যার বাহ্য ও অভ্যন্তর এক, যার বহিরাঙ্গের সাথে অন্তরঙ্গের সামঞ্জস্য আছে। এমন ব্যক্তি পৃথিবীতে ফিরিশতাদের ন্যায় বিচরণ করে। নাস্তিকরা এমন কোন শাসকের অধীনে থাকে না যা তাদেরকে এমন নৈতিকতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সকল পরিণাম ঈমান উদ্ভূত। যেমন, সাপের গর্ত চেনার পর কেউ তাতে হাত দেয় না। আমরা যখন জানি যে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্ট্রাক্নাইন প্রাণনাশক, সেটি প্রাণনাশক হওয়ার বিষয়ে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে কারণে আমরা তা মুখে দিব না এবং মৃত্যু থেকে রক্ষা পাব। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৫)

যাবতীয় অসফলতার মুলে হল হতোদ্যম হয়ে পড়া, উৎসাহ হারিয়ে ফেলা। যে ব্যক্তি দৃঢ় ও নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া কোন কাজ ত্যাগ করে, সে পেশাগত কাজে বা নিজের উদ্দেশ্যে সর্বদা অসফল হয়।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইউসুফের ৮৫ নং আয়াত

يٰبَنِيَّ اذۡهَبُوۡا فَتَحَسَّسُوۡا مِنۡ يُّوۡسُفَ وَاَخِيۡهِ وَلَا تَايۡـَٔسُوۡا مِنۡ رَّوۡحِ اللّٰهِ‌ؕ اِنَّهٗ لَا يَايۡـَٔسُ مِنۡ رَّوۡحِ اللّٰهِ اِلَّا الۡقَوۡمُ الۡـكٰفِرُوۡنَ

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে হযরত ইয়াকুব (আ.) খোদার পক্ষ থেকে সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে হযরত ইউসুফ (আ.) জীবিত আছেন এবং মিশরে আছেন। অন্যথায় তাকে সন্ধান করার আদেশ দেওয়া, তাও আবার বিশেষ করে মিশরে সন্ধান করার আদেশ দেওয়া সম্ভব ছিল না, যদি তিনি মনে করতেন তার এক পুত্রকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে বা অন্য কোনভাবে মারা গিয়েছে।

এই আয়াতে আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক উন্নতির এক অতুলনীয় পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আর সেটি হল যাবতীয় অসফলতার মূলে হল হতোদ্যম হয়ে পড়া, উৎসাহ হারিয়ে ফেলা। যে ব্যক্তি দৃঢ় ও নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া কোন কাজ ত্যাগ করে, সে পেশাগত কাজে বা নিজের উদ্দেশ্যে সর্বদা অসফল হয়। তুচ্ছ তুচ্ছ পেশার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। একজন ছোট কামার এবং বড় কামারের মধ্যে এটিই পার্থক্য লক্ষ্য করবে যে একজন কঠিন কাজের সময় বলবে এটি হবে না, অপরজন তার সমাধানের জন্য নাছোড় বান্দার মতে লেগে থাকবে

(শেষাংশ ২ পাতায়..)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২রা এপ্রিল, ২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত আয়ারল্যাণ্ড, ২০১৪ (সেপ্টেম্বর)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

(১ম পাতার শেষাংশ...)

এবং অবশেষে সফল হবে। কেবল পেশার ক্ষেত্রেই নয়, বরং প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপেও এই নিয়ম ক্রিয়াশীল। যে রুগী সুস্থ হওয়ার আশা মন থেকে বের করে দেয় তার সুস্থ হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। যে ছাত্র সফলতার চিন্তা ছেড়ে দেয়,তার স্মৃতিশক্তি ভোঁতা হতে শুরু করে। আধ্যাত্মিক অবস্থার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম কাজ করে। যে জাতিগুলি পাপের ক্ষমালাভের বিষয়ে বিশ্বাসী নয়, তারা পাপ দূরীকরণে পূর্ণ প্রচেষ্টা সাধনাও করে না।

রসুলুল্লাহ্ও(সা.) হতাশার পরিস্থিতি দূর করার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। যেমনটি তিনি বলেছেন- لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْمَوْتَ মৃত্যু যা অবশ্যম্ভাবী, সেটি ছাড়া প্রত্যেক ব্যাধির প্রতিকার রয়েছে। কিম্বা তিনি বলেছেন, مَنْ قَالَ هَلَكَ الْقَوْمُ فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ যে ব্যক্তি বলে, জাতি ধ্বংস হয়ে গেল, সে-ই জাতিকে ধ্বংসকারী। কেননা সে জাতির আশা ভঙ্গ করে তাকে ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। কাজেই ব্যক্তিগত ভাবেও এবং জাতিগত ভাবেও আশার স্পৃহাকে বিকশিত করা উচিত। কিন্তু এ বিষয়টিও দৃষ্টিতে রাখা দরকার যে আশা থাকা দরকার, যার সাথে কার্যশক্তি উন্নতি লাভ করে। অলসতা ও উদাসীনতার জন্ম দেয় এমন উদ্ভট কামনা-বাসনা যেন না থাকে। যেমন- চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে নিজেদের পরিস্থিতি সংশোধন করার চিন্তা ত্যাগ করে মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণা জাঁকিয়ে বসেছে যে মসীহ এসে সমগ্র জগতের নেয়ামত তাদেরকে দান করবেন। কেবল কামনা-বাসনা যখন স্থায়ীভাবে মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়, তখন সেটিও নিরাশার ন্যায় মারত্মক হয়।"

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫২)

(রিপোর্ট শেষ পাতার পর...)

করে বলেন-

'গালওয়ে শহরে যথারীতি প্রথম মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা আমার জন্য সম্মানের বিষয়। আমি আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক মির্যা মসরূর আহমদ সাহেবকেও এই উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছি। আমাদের মাঝে এমন মহান ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিই অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে বুঝিয়ে দেয়।

আমি ভালভাবে জানি যে ইসলাম আহমদীয়াত উগ্রবাদে বিশ্বাসী নয়। আর অন্যান্য ধর্মকে সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। এই কারণেই আজ জামাত আহমদীয়া এই মসজিদের নাম মরিয়ম (আ.)-এর নামে রেখেছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্য আর আমি গালওয়ের পুলিশ সুপার ইনটেনডেন্ট হিসেবে অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনারা মসজিদ নির্মাণের জন্য গালওয়েকে বেছে নিয়েছেন।

আয়ারল্যাণ্ডের আইন অনুসারে প্রত্যেকের নিজের ইবাদত করার অধিকার আছে। আমি জানতে পেরেছি যে, জামাত আহমদীয়া মুসলমানদের একটি সংখ্যালঘু ফির্কা এবং অন্যান্য মুসলমানদের হাতে তারা নিপীড়িনের শিকার হচ্ছে। কিন্তু আমি জামাত আহমদীয়াকে পুলিশ অফিসার হয়ে তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে আশ্বস্ত করছি।

পরের অতিথি বক্তা হিসেবে ছিলেন গালওয়ে শহরের মেয়র কাউন্সিলর ডোনাল লাইয়নস। তিনি ১৯৬৬ সাল থেকে গালওয়ে সিটি কাউন্সিলের সদস্য, এছাড়া তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং কমিটির সদস্য। তিনি পুলিশ কমিশনরাও ছিলেন। তিনি নিজের ভাষণে বলেন-

সর্বপ্রথম আমি হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেবকে প্রান্তিক শহর গালওয়েতে স্বাগত জানাই। মেয়র হিসেবে মরিয়ম মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। গালওয়ে শহরে যথারীতি প্রথম মসজিদের নাম 'মসজিদ মরিয়ম' যা এই শহর এবং আয়ারল্যাণ্ডের মানুষের জন্য শান্তির প্রতীক। মসজিদের নির্মাণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। আজকের দিন জামাতে আহমদীয়ার জন্য এক স্মরণীয় দিন। ২০১০ সালে যেদিন মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়,সেদিন থেকে আমি এই মসজিদের উদ্বোধনের অপেক্ষা করছিলাম।

তিনি বলেন-' ইসলামিক এবং গায়েলিক দুইপ্রকার স্থাপত্য শৈলীর মিশেলে নির্মিত মসজিদ ভবনটির আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হচ্ছে। জামাত আহমদীয়া আয়ারল্যাণ্ড আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন, কুরআন করীমের প্রদর্শন, তবলীগি বুক স্টল ইত্যাদি কাজ খুব ভালভাবে আয়োজিত করছে। এই সব অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে বহু ভ্রান্তধারণা দূর হয়েছে এবং সমাজে সৌহার্দ ও সমন্বয়ের পথ বিকশিত হয়েছে। 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- এমন এক আদর্শবাণী যা প্রত্যেক ধর্মকে আপন করে নেওয়া উচিত।

তিনি বক্তব্যের শেষে বলেন- আমি জামাত আহমদীয়াকে মসজিদ মরিয়ম উদ্বোধনের জন্য সাধুবাদ জানাই। আল্লাহ্ করুন আমাদের শহর শান্তি ও ভালবাসার ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি করুক। আপনাদেরকে সকলকে ধন্যবাদ।

অতিথিদের বক্তব্যের পর হুযুরর আনোয়ার ভাষণ দান করেন।

তাশাহুদ ও তাউযেরর পর হুযুর আনোয়ার বলেন: সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু। আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্র কৃপা ও আশিস বর্ষিত হোক। সর্বপ্রথম আমি উপস্থিত অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা গালওয়ে শহরে জামাত আহমদীয়ার এই মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন। মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠান একটি মুসলমান ফির্কার পক্ষ থেকে আয়োজিত হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা যে এতে অংশগ্রহণ করেছেন তা আপনাদের উদারতা ও দৃষ্টির গভীরতার স্পষ্ট প্রমাণ। এর জন্য আমি আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

কৃতজ্ঞতার আবেগ অনুভূতি বর্ণনা করা আমার জন্য একারণেও জরুরী ছিল যে ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অনুসারীদের শিক্ষা দিয়েছেন যেন তারা অপরের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। রসূল করীম (সা.) একথাও বলেছেন যে, যে-ব্যক্তি অপরের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে খোদা তা'লার প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে পারে না। আর যে খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না সে প্রকৃত মোমেন হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে না। কাজেই আমার কৃতজ্ঞতার আবেগ প্রকাশ করা বস্তুত এক ধর্মীয় কর্তব্যের অনুশীলন যার শিক্ষা আমার ধর্ম আমাকে দিয়েছে। এরপর আমরা যখন দেখি যে বর্তমান যুগে সংখ্যা গরিষ্ঠ অমুসলিমরাই ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে সন্দেহ রাখে,সংরক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করে, সেই প্রেক্ষিতে আমার কৃতজ্ঞতার আবেগ আরও বেড়ে যায়। তাই এই সমস্ত আশঙ্কা ও সংশয় উপেক্ষা করে আপনাদের এখানে উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক ভাবেই আমার মনে আপনাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- যদি আপনাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে কোন প্রকার সংরক্ষণশীল মনোভাব থাকে, তবে আমি মনে করি এর জন্য আপনাদের বৈধ কারণ আছে। কেননা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে মুসলিম জাতি আজ ব্যাপক অরাজকতা ও সংঘর্ষে লিপ্ত আছে। এমনকি আমরা প্রতিদিন দেখছি যে কিছু মুসলমান অপরের অধিকার আত্মসাৎ করছে। অনুরূপভাবে আমরা দেখছি যে, মুসলমান দেশগুলি দেশের জনগণের অধিকার প্রদান করছে না। অপরদিকে জনগণও অগণতান্ত্রিক এবং অবৈধ পন্থায় সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টায় রত আছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা এও দেখি যে কিভাবে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি অরাজকতা ছড়াচ্ছে এবং নিজেদের অপকর্ম এবং ভ্রান্ত মতবাদ দ্বারা সারা পৃথিবীতে ত্রাসের সঞ্চার করছে। এই সব বিষয়ের আলোকে আমি অকপটে একথা স্বীকার করছি যে তথাকথিত কিছু মুসলমানও রয়েছে যারা ইসলামের নামে অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধ ঘটিয়ে চলেছে। তথাপি আমি এবিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে চাই যে মুষ্টিমেয় মুসলিম সংগঠন বা মুসলিম সরকারের এই নিন্দনীয় আচরণে কোনও রূপে বা কোনওভাবেই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রতিফলিত হয় না।

(ক্রমশ...)

রোযার অবস্থায় Corona Vaccine নেওয়ার বিষয়ে নির্দেশিকা

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন-

'রোযা থাকা অবস্থায় যাবতীয় প্রকারের ইনজেক্শন নেওয়া নিষিদ্ধ, সেটি Intramuscular হোক বা Intravenous হোক। যদি কোন আহমদী কোরোনা ভ্যাকসিনের জন্য রমযানের মাসে এপয়েন্টমেন্ট পায় তবে ইসলাম যে অব্যহতি দান করেছে, সেটিকে কাজে লাগিয়ে ভ্যাকসিন নেওয়ার দিন সে যেন রোযা না রাখে, আর রমযানের পর সেই রোযা পূর্ণ করে। "

(আল ফযল ইন্টার ন্যাশনাল, ১৬ই এপ্রিল, ২০২১)

জুমআর খুতবা

সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ! ফেরেশতারা উসমানের প্রতি ঠিক সেভাবেই লজ্জাবোধ প্রদর্শন করে যেভাবে তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সামনে লজ্জা করে।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান খলীফায়ে রাশেদ, যুন নুরাইন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

মহানবী (সা.) তাঁর দুই হাত এতটা উঠান যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল এবং তিনি হযরত উসমানের জন্য দোয়া করেন। মহানবী (সা.)-কে আমি অন্য কারো জন্য এরূপ দোয়া করতে এর পূর্বে বা পরে কখনোই শুনি নি। আর সেই দোয়াটি ছিল, 'আল্লাহুম্মা আতে উসমানা, আল্লাহুম্মাফআল বেউসমানা'। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! উসমানকে অশেষ দান কর, হে আল্লাহ্! উসমানের ওপর তুমি নিজ অনুগ্রহ ও কৃপা বর্ষণ কর।

হযরত উসমানের মুক্তকৃত দাস আবু সাঈদ বর্ণনা করেন, হযরত উসমান তাঁর গৃহ অবরোধকালে কুড়ি ক্রীতদাস মুক্ত করেছিলেন।

পাঁচজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব, যারা হলেন- মাননীয় মহম্মদ ইউনুস খালিদ সাহেব (মুরুব্বী সিলসিলা), ডক্টর নিযামুদ্দীন বুধান সাহেব (আইভোরি কোস্ট), মাননীয়া সালমা বেগম সাহেব (ডক্টর রাজা নাজীর আহমদ জাফর সাহেবের সহধর্মিণী), মাননীয়া কিশওয়ার তানভীর আরশাদ সাহেবা (আল শিরকাতুল ইসলামিয়ার চেয়ারম্যান আব্দুল বাকি আরশাদ সাহেবের সহধর্মিণী) এবং মাননীয় আব্দুর রমহান হোসেন মহম্মদ খায়ের সাহেব (সুডান)

আলজেরিয়া ও পাকিস্তানে আহমদীদের বিরোধিতাকে দৃষ্টিতে রেখে বিশেষ দোয়ার আহ্বান।

চাইনা ডেস্কের নতুন ওয়েব সাইটের উদ্বোধন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২ রা এপ্রিল ,, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (২ শাহাদত, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত খুতবার পূর্বে হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ চলছিল। আজও সেই একই ধারা অব্যাহত থাকবে। হযরত উসমান (রা.)-এর মাঝে পবিত্রতাবোধ ও লজ্জাশীলতার বৈশিষ্ট্য ছিল অনেক উন্নত মানের। এ সম্পর্কে হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহকারী হলেন আবু বকর, আল্লাহ্র ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের সবার চেয়ে দৃঢ় হলেন উমর, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল হলেন উসমান, তাদের মাঝে সর্বোত্তম মীমাংসাকারী হলেন আলী বিন আবি তালেব, তাদের সকলের মাঝে উবাই বিন কা'ব সর্বাধিক আল্লাহ্র কিতাব পবিত্র কুরআনের জ্ঞান রাখেন, তাদের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন মুআয বিন জাবাল, তাদের মাঝে সর্বাপেক্ষা অবশ্য পালনীয় দায়িত্বাবলীর জ্ঞান রাখেন যায়েদ বিন সাবেত। আর শোন! প্রত্যেক উম্মতের জন্যই একজন আমীন থাকেন আর এই উম্মতের আমীন হলেন আবু উবায়দা বিন জাররাহ্।

(সুনানে ইবনে মাজা, ইফতাহুল কিতাব, হাদীস-১৫৪)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত হলো রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহকারী আবু বকর এবং আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধ পালন ও বাস্তবায়নে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দৃঢ় উমর এবং তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল হলেন উসমান।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৯০)

হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.) বলেন, আমি কখনোই উদাসীনতা করি নি। আমি কখনো আকাঙ্ক্ষা করি নি, অর্থাৎ খিলাফতের বা অন্য কোন পদের কিংবা মিথ্যা বাসনা পোষণ করি নি।

হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর লজ্জাশীলতা সম্পর্কে রেওয়ায়েত করেছেন এবং সেখানে তিনি (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার গৃহে তাঁর পায়ের গোছার কাপড় সরানো অবস্থায় শায়িত ছিলেন। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি (সা.) সে অবস্থাতেই তাকে অনুমতি প্রদান করেন। এরপর তিনি (সা.) কথা বলতে আরম্ভ করেন, এমন সময় হযরত উমর (রা.) (ভেতরে আসার) অনুমতি চাইলে তিনি (সা.) তাকেও সে অবস্থাতেই অনুমতি প্রদান করেন এবং তিনি (সা.) কথা অব্যাহত রাখেন । তারপর যখন হযরত উসমান (রা.) অনুমতি প্রার্থনা করেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) উঠে বসেন এবং নিজের কাপড় ঠিক করেন। হাদিসটির বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বলেন, আমি এটি বলছি না যে, এসব কিছু একদিনেই ঘটেছে, বিভিন্ন সময়ের ঘটনা হতে পারে। তারা এসে কথাবার্তা বলে চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, যখন হযরত আবু বকর (রা.) এলেন, আপনি তার আসার কারণে তেমন একটা সাবধানতা অবলম্বন করেন নি, এরপর যখন উমর এলেন তখনও আপনি তার আসার কারণে তেমন একটা সাবধানতা অবলম্বন করেন নি, কিন্তু যখন উসমান ভেতরে এলেন তখন আপনি বসে পড়েন এবং নিজের কাপড় ঠিক করতে আরম্ভ করেন! প্রত্যুত্তরে তিনি (সা.) বলেন, আমি কি সেই ব্যক্তির সম্মান করব না যাকে দেখে ফেরেশতারা লজ্জা করে। অন্য একস্থানে এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করতে গিয়ে একথা লেখা হয়েছে যে , হযরত আয়েশা (রা.) যখন নিবেদন করেন, শুধু হযরত উসমানের জন্যই যে আপনি বিশেষ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন- তার কারণ কী? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, আমি কি তার প্রতি লজ্জাবোধ প্রদর্শন করব না যাকে দেখে

ফেরেশতারাও পর্দা করে। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ! ফেরেশতারা উসমানের প্রতি ঠিক সেভাবেই লজ্জাবোধ প্রদর্শন করে যেভাবে তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সামনে লজ্জা করে। উসমান যদি ভেতরে আসতেন আর তখন যদি তুমি আমার পাশে থাকতে তাহলে (তুমি দেখতে) ফিরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার মাথা উঠাতেন না, অর্থাৎ চোখ তুলে তাকাতেন না এবং কোন কথাও বলতেন না, তার মাঝে এতটাই পর্দা বা লজ্জাশীলতা রয়েছে।

(সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবা, হাদীস-৬২০৯)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর ঘটনাটি আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'করীম' এর প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা 'করীম'। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর একটি ঘটনা থেকে জানা যায় যে, 'করীম' বা সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি লজ্জাবোধ প্রদর্শন করা হয়। (অর্থাৎ) যে ব্যক্তির মাঝে 'করীম' গুণ রয়েছে তার সামনে লজ্জাবোধ প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন হাদিসে রয়েছে, মহানবী (সা.) একবার নিজ গৃহে শায়িত ছিলেন এবং তাঁর পায়ের কিয়দংশ উন্মুক্ত ছিল। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) এসে বসে পড়েন আর এরপর হযরত উমর (রা.)-ও এসে বসে যান, কিন্তু তিনি (সা.) তেমন কোন গুরুত্ব দেন নি। কিছুক্ষণ পরে হযরত উসমান (রা.) দরজায় কড়া নাড়লে তিনি (সা.) তাৎক্ষণিকভাবে উঠে বসেন এবং নিজের পদ যুগল কাপড় দিয়ে ঢেকে নেন এবং বলেন, উসমান অনেক লজ্জাশীল, তাই তার সামনে পায়ের কোন অংশ খালি রাখতে লজ্জা হয়। এ প্রসঙ্গে হাদিসের শব্দগুলো ইতিপূর্বে বর্ণিতও হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে আর তা হলো, একবার মহানবী (সা.) বাড়িতে বসে ছিলেন আর তাঁর পায়ের গোছা থেকে কাপড় সরানো ছিল। এ অবস্থায়ই হযরত আবু বকর (রা.) ভেতরে আসার অনুমতি চাইলে তিনি (সা.) সেভাবে শুয়ে থেকেই অনুমতি দিয়ে দেন এবং তার সাথে আলাপচারিতায় রত থাকেন। এরপর উমর (রা.) অনুমতি চাইলে তিনি (সা.) তাকেও অনুমতি প্রদান করেন এবং সেভাবেই শুয়ে থাকেন; (অর্থাৎ শুয়ে ছিলেন বা বসেছিলেন।) কিন্তু কিছুক্ষণ পর হযরত উসমান (রা.) এলে মহানবী (সা.) উঠে বসেন এবং নিজের কাপড় টেনে দেওয়ার পর তাকে ভেতরে আসার অনুমতি প্রদান করেন। সবাই চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! আবু বকর (রা.) এলেন, উমর (রা.) এলেন, কিন্তু আপনি তাদের আগমনের প্রতি তেমন কোন ভ্রুক্ষেপই করলেন না এবং যেভাবে শায়িত ছিলেন সেভাবেই শুয়ে থাকলেন। কিন্তু উসমান (রা.) -এর আগমনের সাথে সাথে আপনি উঠে বসলেন এবং নিজের কাপড় ঠিক করে নিলেন (কেন)? তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, হে আয়েশা! আমি কি তার প্রতি লজ্জা প্রদর্শন করব না যাকে দেখে ফেরেশতারাও লজ্জা পায়।

অতএব দেখুন! রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উসমান (রা.)-এর লজ্জাশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, কেননা তিনি (রা.) মানুষকে লজ্জা পেতেন, তাই তিনি (সা.)ও তার প্রতি লজ্জাবোধ প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) মানুষকে লজ্জা পেতেন, তাই মহানবী (সা.)ও তাকে লজ্জা করেছেন। এই ঘটনা উল্লেখ করে তিনি (রা.) বলেন, যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা 'করীম', তাই মানুষের উচিত পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। মানুষের লজ্জা করা উচিত এবং তাঁর কথা মান্য করা উচিত। পাপ করার ক্ষেত্রে ধৃষ্ট হওয়া ঠিক নয়। এটি ভাবা ঠিক নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত অনুগ্রহ পরায়ণ, তিনি অনুগ্রহ করবেন। আমাদের পাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। তিনি বলেন, এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার বৈশিষ্ট্য হলো তিনি 'করীম' বা সম্মানিত, তাই বান্দাদেরও উচিত লজ্জাশীলতা অবলম্বন করা এবং পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা।

(তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৫৯)

(তাঁর) বিনয় ও সরলতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ্ রুমী বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) নিজেই রাতের বেলা ওযুর ব্যবস্থা করতেন। তাঁর নিকট নিবেদন করা হয়, আপনি কোন সেবককে নির্দেশ দিলেই তো সে আপনার ওযুর ব্যবস্থা করে দিতে পারে। এ প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, রাত তো তাদের জন্য, যাতে তারা বিশ্রাম করতে পারে।

(আত্তাবাকাতুলর কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩)

অর্থাৎ যারা কাজ করে এমন সেবকদের জন্য রাতে আরাম করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

আলকামা বিন ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) যখন মিম্বরে ছিলেন তখন হযরত আমর বিন আস (রা.) তাঁর কাছে নিবেদন করেন, হে উসমান! আপনি তো এই উম্মতকে অনেক কঠিন একটি বিষয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। অর্থাৎ উম্মতের উদ্দেশ্যে তিনি (রা.) খুতবা দেন, কিছু কথা বলেন, কিংবা উম্মতকে সতর্ক করেন। অতএব আপনি তওবা করুন এবং তারাও আপনার সাথে তওবা করবে। তিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে ভীষণ ভয় দেখিয়ে ছিলেন, একারণে এক সাহাবী এই নিবেদন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রেক্ষিতে তিনি তখনই তার মুখ ক্বিবলামুখী করেন এবং দুই হাত উঠিয়ে বলেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা'। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার সমীপে বিনত হচ্ছি। তখন উপস্থিত লোকেরাও তাদের হাত উঠিয়ে এই দোয়া করে। এটি ছিল আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভীতি এবং তার (রা.) বিনয়ের বৈশিষ্ট্য যে, কোন প্রকার বিতর্কে না জড়িয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ দোয়ার জন্য হাত উঠান। নিজের জন্য দোয়া করেন এবং উম্মতের জন্যও দোয়া করেন।

(তাঁর) উদারতা, বদান্যতা এবং আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়াত বিদ্যমান রয়েছে। স্বয়ং হযরত উসমান (রা.) বর্ণনা করেন, আমার প্রভুর নিকট আমি দশটি জিনিস গোপন রেখেছি। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আমি হলাম চতুর্থ ব্যক্তি। আমি কখনো আমোদপ্রমোদের উদ্দেশ্যে গান শুনি নি আর মিথ্যা কথাও বলি নি। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের পর থেকে আমি কখনোই আমার লজ্জাস্থান ডান হাতে স্পর্শ করি নি এবং ইসলাম গ্রহণের পর এমন কোন জুমুআ অতিবাহিত হয় নি, যে জুমুআয় আমি কোন ক্রীতদাস মুক্ত করি নি, শুধুমাত্র সে জুমুআ ছাড়া যখন আমার কাছে মুক্ত করার জন্য কোন ক্রীতদাস না থাকত। এমন অবস্থায় আমি জুমুআর দিনের পরিবর্তে অন্য কোন দিন ক্রীতদাস মুক্ত করে দিতাম। অজ্ঞতার যুগে কিংবা ইসলাম গ্রহণের পরও আমি কখনো ব্যভিচার করি নি।

(মাজমোয়ায়েয যোয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৬৫)

হযরত উসমান (রা.)-এর মুক্তকৃতদাস আবু সাঈদ বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) নিজ গৃহে অবরুদ্ধ অবস্থায়ও ২০ জন দাসকে মুক্ত করেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা লি ইবনে আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৯)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধে আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম তখন মানুষ ক্ষুধার কষ্টে জর্জরিত ছিল আর পরিস্থিতি এমন ছিল যে, মুসলমানদের চেহারায় আমি উদ্বিগ্নতা এবং মুনাফেকদের চেহারায় আনন্দের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করলাম। এরূপ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের রিয্কের ব্যবস্থা করে দিবেন। এ বিষয়টি জানতে পেরে হযরত উসমান (রা.) বলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল পরম সত্য বলেছেন। অতঃপর তিনি (রা.) শস্য বোঝাই ১৪টি উট ক্রয় করেন এবং সেখান থেকে নয়টি উট মহানবী (সা.)-এর সমীপে পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) এটি দেখে বলেন, এগুলো কী? উত্তরে বলা হলো, হযরত উসমান (রা.) এগুলো আপনাকে উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছেন। এতে মহানবী (সা.)-এর চেহারায় খুশি ও আনন্দ ফুটে উঠে আর মুনাফেকদের চেহারায় অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতা ছেয়ে যায়। তখন আমি দেখলাম, মহানবী (সা.) তাঁর দুই হাত এতটা উঠান যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল এবং তিনি হযরত উসমানের জন্য দোয়া করেন। মহানবী (সা.)-কে আমি অন্য কারো জন্য এরূপ দোয়া করতে এর পূর্বে বা পরে কখনোই শুনি নি। আর সেই দোয়াটি ছিল, 'আল্লাহুম্মা আতে উসমানা, আল্লাহুম্মাফআল বেউসমানা'। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! উসমানকে অশেষ দান কর, হে আল্লাহ্! উসমানের ওপর তুমি নিজ অনুগ্রহ ও কৃপা বর্ষণ কর।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমার কাছে এসে মাংস দেখে জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কে পাঠিয়েছে? উত্তরে আমি

বললাম, হযরত উসমান (রা.) পাঠিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন, একথা শোনার পর মহানবী (সা.)-কে আমি উসমান (রা.)-এর জন্য দুই হাত তুলে দোয়া করতে দেখেছি।

(মাজমোয়ায়েয যোয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৬৪)

মুহাম্মদ বিন হেলাল তার দাদির পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত উসমান (রা.)-কে নিজ গৃহে অবরুদ্ধ করার পর তার দাদি তাঁর কাছে (প্রায়ই) আসতেন। তিনি বলেন, তার দাদির গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে আর তার নাম রাখা হয় হেলাল। একদিন হযরত উসমান তাকে (অর্থাৎ তার দাদিকে) দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, সেই রাতে তার গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমার দাদী বলেন, এতে হযরত উসমান আমার প্রতি পঞ্চাশ দিরহাম ও চাদরের একটি বড় টুকরো প্রেরণ করেন এবং বলেন, এটি তোমার পুত্রের জন্য ভাতা আর এটি হলো তার পরিধানের জন্য কাপড়। তার বয়স যখন এক বছর হবে তখন আমরা তার ভাতা বৃদ্ধি করে একশত দিরহাম করে দিব।

(আল বাদাইয়াতু ওয়াননাহাইয়াতু লি ইবনে আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২০৬)

ইবনে সাঈদ বিন ইয়ারবূ বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন দুপুরের পর ঘর থেকে বের হই, তখন আমি নিতান্ত এক শিশু ছিলাম। আমার কাছে একটি পাখি ছিল, যেটিকে আমি মসজিদে উড়াচ্ছিলাম। তখন দেখি সেখানে এক সুদর্শন বুযুর্গ শায়িত আছেন। তার মাথার নীচে ইট বা ইটের একটি টুকরো ছিল; অর্থাৎ বালিশের স্থলে ইট রাখা ছিল। আমি দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে তার সৌন্দর্য অবলোকন করতে থাকি। তিনি নিজের চোখ খুলে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, হে বালক! তুমি কে? আমি তাকে নিজের সম্পর্কে জানালে তিনি নিকটেই শায়িত এক ছেলেকে ডাকেন। কিন্তু সে কোন উত্তর দেয় নি। তখন তিনি আমাকে বলেন যে, তাকে ডেকে আন। অতএব আমি তাকে ডেকে আনি। সেই বুযুর্গ তাকে কিছু নিয়ে আসার নির্দেশ দেন এবং আমাকে বলেন যে, বসে পড়। অতঃপর সেই ছেলে চলে যায় আর একটি পোশাক ও এক হাজার দিরহাম নিয়ে আসে। তিনি আমার জামা খুলিয়ে তার স্থলে আমাকে সেই পোশাক পরিয়ে দেন। আর সেই এক হাজার দিরহাম উক্ত পোশাকের পকেটে রেখে দেন। আমি আমার পিতার কাছে গিয়ে তাকে পুরো ঘটনা অবহিত করি। তিনি বলেন, হে আমার পুত্র! তোমার কি জানা আছে যে, কে তোমার সাথে এরূপ ব্যবহার করেছে? আমি বললাম, আমার জানা নেই, কেবল এতটুকু বলতে পারি যে, তিনি এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন যিনি মসজিদে শুয়ে ছিলেন আর তার চেয়ে অধিক সুশ্রী আমি আমার জীবনে আর কাউকে দেখি নি। তখন তিনি বলেন, তিনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)।

(আল বাদাইয়াতু ওয়াননাহাইয়াতু লি ইবনে আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২০৬-২০৭)

ইবনে জরীর বর্ণনা করেন যে, হযরত তালহা হযরত উসমানের সাথে তখন মিলিত হন যখন তিনি মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। হযরত তালহা বলেন, আপনার পঞ্চাশ হাজার দিরহাম, যা আমার দায়িত্বে রাখা ছিল, সেগুলো এখন হাতে এসেছে। আপনি সেগুলো আদায় করার জন্য কোন ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। এতে হযরত উসমান তাকে বলেন, আপনার ভালোবাসার কারণে আমি সেগুলো আপনার জন্য 'হেবা' করে দিয়েছি, আমি তা আর ফেরত নিব না।

আসমাঈ বলেন, কাতান বিন অউফ হিলালী -কে ইবনে আমের কিরমানের অঞ্চলে গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি চার হাজার মুসলমানের সৈন্য নিয়ে বের হন। পথিমধ্যে একটি উপত্যকা বৃষ্টির পানিতে প্লাবিত হয়, যার কারণে তাদের পথ বন্ধ হয়ে যায় আর কাতান-এর সময় মতো (গন্তব্যস্থলে) পৌঁছতে না পারার আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি এই উপত্যকা পার করবে সে এক হাজার দিরহাম পুরস্কার পাবে। এতে মানুষ সাঁতরে উপত্যকা পার হতে থাকে। যখনই কোন ব্যক্তি উপত্যকা পার করত তখন কাতান বলতেন, তাকে তার 'জায়েযা' অর্থাৎ পুরস্কার দিয়ে দাও। এমনকি পুরো বাহিনী উপত্যকা পার করে ফেলে। আর এভাবে তাদের সবাইকে চল্লিশ লক্ষ দিরহাম প্রদান করা হয়। কিন্তু গভর্ণর ইবনে আমের কাতানকে উক্ত অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বিষয়টি হযরত উসমান (রা.)-এর সমীপে লিখে পাঠান। এতে হযরত উসমান (রা.) বলেন, উক্ত অর্থ কাতান-কে দিয়ে দাও, কেননা সে তো আল্লাহ্ তা'লার পথে মুসলমানদের সহায়তা করেছে। অতএব উক্ত উপত্যকা পার করার কারণে সেই দিন থেকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদানকৃত অর্থের নাম 'জাওয়ায়েয' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে, যা 'জায়েযা' শব্দের বহুবচন।

(আল বাদাইয়াতু ওয়াননাহাইয়াতু লি ইবনে আসীর, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম ভাগ, পৃ: ২০৮)

হযরত উসমান একবার অসুস্থ হলে (তাঁর কাছে) কাউকে খলীফা মনোনীত করার অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত ঘটনাকে হিশাম তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মারওয়ান বিন হাকাম আমাকে বলেন, যে বছর নাক দিয়ে রক্ত পড়ার রোগ (এপিস টেক্সিস) ছড়িয়ে পড়ে (সে বছর) হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)-ও মারাত্মকভাবে সেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অর্থাৎ তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে, এমনকি উক্ত অসুস্থতার কারণে তিনি হজ্জে যেতে অপারগ হয়ে পড়েন এবং তিনি ওসীয়্যত লিখে দেন। তখন কুরাইশদের এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলে যে, কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে দিন। আপনার অবস্থার প্রেক্ষিতে কাউকে খলীফা মনোনীত করুন। হযরত উসমান (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এ কথা কি মানুষ বলেছে? সে বলল, জ্বি হ্যাঁ। হযরত উসমান (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন যে, তারা কাকে খলীফা বানাতে চায়? সেই ব্যক্তি চুপ থাকে। এরই মাঝে আরেক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে, (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয় সে ছিল হারেস, এবং বলে, আপনি কাউকে খলীফা মনোনীত করুন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, এ কথা কি লোকজন বলছে? সে বলল, জ্বি হ্যাঁ। হযরত উসমান (রা.) জিজ্ঞেস করেন, খলীফা কে হবে ? সে চুপ থাকে। হযরত উসমান (রা.) বলেন, সম্ভবত মানুষ যুবায়ের এর কথা বলছে। সে বলল, জ্বি হ্যাঁ। হযরত উসমান (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! আমি যতদূর জানি, তিনি তাদের মাঝে নিশ্চয়ই সর্বোত্তম এবং মহানবী (সা.)-এর কাছেও তিনি তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ছিল।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাব, হাদীস-৩৭১৭)

হযরত উসমান (রা.) ওহী লিপিবদ্ধ করারও সুযোগ পেয়েছেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা মুয্যাম্মেল অবতীর্ণ হবার সময় হযরত উসমান (রা.)-এর ওহী লিপিবদ্ধ করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। উম্মে কুলসুম বিন সামামাহ্ বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললাম, আমরা আপনার নিকট হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে জানতে চাই , কেননা মানুষ তঁ ার সম্পর্কে আমাদের কাছে অনেক বেশি জানতে চাইছে। এটি শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার প্রচণ্ড গরমের এক রাতে আমি এই ঘরে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)-কে দেখেছি যখন কিনা মহানবী (সা.)-এর ওপর হযরত জীবরাঈল (আ.) ওহী অবতীর্ণ করছিলেন। ওহী অবতীর্ণ হবার সময় মহানবী (সা.)-এর ওপর ভীষণ চাপ পড়তো যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি এক গুরুভার বাণী অবতীর্ণ করবো (সূরা আল মুয্যাম্মেল: ৫)। মহানবী (সা.)-এর সামনে বসে হযরত উসমান (রা.) লিখে যাচ্ছিলেন আর তিনি (সা.) বলছিলেন, হে উসমান! লিখতে থাক। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) -এর এমন নৈকট্য কেবল নিতান্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান কোন ব্যক্তিকেই দান করেন।

(কুনযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, ভাগ-১৩. পৃ: ২৩, হাদীস-৩৬২১৭)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে পবিত্র কুরআন লিখিতভাবে পুস্তক খণ্ডাকারে একত্রিত হয়, যা তিনি নিজের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। এরপর তা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে ছিল। তারপর সেটি হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)-এর কাছে ছিল। হযরত উসমান

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

(রা.)-এর খিলাফতকালে কুরআনের সেই কপিটি তাঁর কাছে পৌঁছনোর বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি ইরাকবাসীদের সাথে নিয়ে আর্মেনিয়া এবং আযারবাইজান বিজয়ের লক্ষ্যে সিরিয়াবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন আর সেখান থেকে ফিরে হযরত উসমান (রা.) -এর সকাশে উপস্থিত হন। হযরত হুযায়ফা (রা.) সেই এলাকার লোকদের কুরআন পঠনরীতির ভিন্নতার কারণে শঙ্কিত হন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট নিবেদন করেন যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্‌র কিতাবের বিষয়ে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ন্যায় মতবিরোধ আরম্ভ করার পূর্বেই আপনি এই উম্মতকে সামলান। এটি শুনে হযরত উসমান (রা.) হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট বার্তা প্রেরণ করেন যে, কুরআনের লিখিত পুস্তকখণ্ডগুলো আমার কাছে প্রেরণ করুন যাতে সেগুলোর অনুলিপি তৈরি করতে পারি। এরপর সেগুলো পুনরায় আপনাকে ফেরত দেওয়া হবে। অতএব হযরত হাফসা (রা.) সেটি হযরত উসমান (রা.)-এর খিদমতে পাঠিয়ে দেন। হযরত উসমান (রা.) তখন হযরত যায়েদ বিন সাবেত, হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন যুবায়ের, হযরত সাঈদ বিনআস এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন হারেস বিন হিশাম (রা.)-কে পবিত্র কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত উসমান (রা.) শোষোক্ত তিন সাহাবীকে, যারা কুরাইশ গোত্রভুক্ত ছিলেন, বলেন, তোমাদের এবং যায়েদের লিখিত কুরআনের কোন অংশ নিয়ে যদি কখনো মতবিরোধ দেখা দেয় তবে তোমরা সেটি কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করো, কেননা কুরআন করীম কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব সেই সাহাবীরা উক্ত কাজ করেন। অনুলিপি প্রস্তুত হওয়ার পর হযরত উসমান (রা.) মূল পুস্তকখণ্ডগুলো হযরত হাফসা (রা.)-কে ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং নতুন কপিগুলো বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে নির্দেশ প্রদান করেন যে, এটি ছাড়া অন্যান্য যত অনুলিপি রয়েছে সেগুলো যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়।

(সহী বুখারী, ফাযাইলুল কুরআন, হাদীস-৪৯৮৬-৪৯৮৭)

আল্লামা ইবনুত্ তীন বলেন, হযরত আবু বকর ও হযরত উসমানের কুরআন সংকলনের ঘটনার মধ্যে পার্থক্য হলো, হযরত আবু বকর এই ভয়ে কুরআন সংকলন করেছিলেন যে,কুরআনের হাফেযদের মৃত্যুবরণের কারণে কুরআনের কোন অংশ কোথাও হারিয়ে না যায়, কেননা কুরআন একস্থানে সংগ্রহ করা হয়নি। অতএব তিনি পবিত্র কুরআনকে এর আয়াতের সেই ধারাবাহিকতায় সংকলন করেন যেভাবে মহানবী (সা.) তাদেরকে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করিয়েছিলেন। আর হযরত উসমানের কুরআন সংকলনের ঘটনা হলো, যখন পঠনরীতি বা কিরাআতে অনেক বেশি মতবিরোধ হতে থাকে, এখানকার লোকেরা নিজস্ব উচ্চারণ ও ভাষারীতি অনুযায়ী কুরআন পাঠ করতে আরম্ভ করে, এমনকি একে অন্যের পঠনরীতি বা কিরাআতকে ভুল আখ্যা দেওয়া আরম্ভ করে, তখন তিনি শঙ্কিত হন যে, কোথাও এই বিষয়টি আবার চরম রূপ পরিগ্রহ না করে। সুতরাং তিনি সেই কপিগুলো, যা হযরত আবু বকর তৈরি করিয়েছিলেন, সূরার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এক পুস্তকাকারে সংকলন করেন এবং শুধু কুরাইশদের ভাষারীতি রাখেন। তিনি এর সপক্ষে এই যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেন যে, পবিত্র কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। যদিও শুরুতে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অন্যান্য ভাষারীতি অনুযায়ীও কুরআন পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল , কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে,এখন আর এরূপ করার প্রয়োজন নেই, তখন তিনি একই ভাষারীতির কিরাআত যথেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন। আল্লামা কুরতুবী বলেন, যদি এ প্রশ্ন করা হয় যে, হযরত উসমান মানুষকে স্বীয় সংকলিত কুরআনে ঐক্যবদ্ধ করার কষ্ট কেন করলেন, যখন কিনা তার পূর্বে হযরত আবু বকর উক্ত কাজ সম্পন্ন করে গিয়েছিলেন? তাহলে এর উত্তর হলো, হযরত উসমান যা করেছিলেন সেটির উদ্দেশ্য পবিত্র কুরআনের সংকলনে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা ছিল না। আপনারা কি দেখতে পান না যে, হযরত উসমান উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসাকে বলে পাঠান যে, আপনি কুরআনের মূল পুস্তকখণ্ডগুলো আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমরা সেগুলোর অনুলিপি প্রস্তুত করে মূল আপনার কাছে ফেরত পাঠাব। হযরত উসমান এ পদক্ষেপ শুধু এজন্য নিয়েছিলেন যে, কুরআন পড়ার রীতি বা কিরাআত সম্পর্কে মানুষ মতভেদ আরম্ভ করেছিল, কেননা সাহাবীগণ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে ছিলেন এবং পঠন রীতির বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছিল। সিরিয়া ও ইরাকবাসীদের মধ্যে বিরোধ এমন চরম আকার ধারণ করে যা হযরত হুযায়ফা বর্ণনা করেছেন।

(সীরাতুল মুমেনীন উসমান বিন আফফান, প্রণেতা-আলি মহম্মদ আসসালাবি, পৃ: ২৩১-২৩২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা আ'লার আয়াত 'সানুকরিউকা ফালা তানসা'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আমরা তোমাকে সেই বাণী শিখাব যা তুমি কিয়ামত পর্যন্ত ভুলবে না। বরং এ বাণী সেভাবেই সুরক্ষিত থাকবে যেভাবে এখন রয়েছে। অতএব এ দাবির প্রমাণ হচ্ছে ইসলামের চরম শত্রুগণও বর্তমানে অকপটে স্বীকার করে যে, কুরআন করীম অবিকল সেই একই রূপ ও অবস্থায় সুরক্ষিত আছে যেই রূপ ও অবস্থায় মহানবী (সা.) এটিকে উপস্থাপন করেছিলেন। নলডিকি, স্প্রিঙ্গার এবং উইলিয়াম মুর, সবাই নিজ নিজ পুস্তকে স্বীকার করেছেন যে,অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে আমরা কেবল কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রন্থ সম্পর্কে এটি বলতে পারি না যে, ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যে অবস্থায় উক্ত পুস্তক পেশ করেছিলেন সেই একই রূপে তা পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। শুধুমাত্র কুরআনই এরূপ একটি ধর্মগ্রন্থ যেটি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বীয় সাহাবীদেরকে এটি যে অবস্থায় দিয়েছিলেন অবিকল সেই রূপেই তা এখনও বিদ্যমান আছে। এরা যেহেতু এটি বিশ্বাস করেনা যে, পবিত্র কুরআন খোদা তা'লা অবতীর্ণ করেছেন, বরং তাদের বিশ্বাস হলো, মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং এটি রচনা করেছেন, তাই যদিও তারা একথা বলে না যে, যেরূপে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল ঠিক সেরূপেই বিদ্যমান আছে, কিন্তু একথা তারা অবশ্যই বলে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) যেরূপে এই কিতাব উপস্থাপন করেছিলেন সেরূপেই এ গ্রন্থ এখনও পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। যেমন স্যার উইলিয়াম মিউর তার The Qur'an পুস্তকে লিখেন,এই সকল প্রমাণ হৃদয়কে পূর্ণরূপে আশ্বস্ত করে যে, সেই কুরআন যা আজ আমরা পাঠ করি, এর প্রতিটি অক্ষর তা-ই যা মহানবী (সা.) মানুষকে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।"

এরপর স্যার উইলিয়াম মিউর নিজ কিতাব 'লাইফ অব মুহাম্মদ'-এ লিখেন, এখন আমাদের হাতে যে কুরআন আছে, হতে পারে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ যুগে এটিকে নিজেই রচনা করেছিলেন আর কোন সময় এর মাঝে নিজেই কতক পরিবর্তনও করে থাকবেন,কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি সেই কুরআন যা মুহাম্মদ (সা.) আমাদেরকে দিয়েছিলেন। একইভাবে তিনি আরো লিখেন, আমরা দৃঢ় ধারণার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, কুরআনে লিপিবদ্ধ প্রত্যেকটি আয়াত সেই মূল অবস্থায় বিদ্যমান এবং এটি মুহাম্মদ (সা.)-এর অপরিবর্তিত রচনা।"

এরপর জার্মান প্রাচ্যবিদ নলডিকি লিখেন, সামান্য লিপিপ্রমাদ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু উসমান জগতের সামনে যে কুরআন উপস্থাপন করেছেন, এর বিষয়বস্তু ঠিক তা-ই আছে যা মুহাম্মদ (সা.) উপস্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ এর বিন্যাস বিস্ময়কর। ইউরোপিয়ান আলেমদের এটি প্রমাণের চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে যে, কুরআনে পরবর্তী যুগেও কোন পরিবর্তন এসেছে।

মোটকথা ইউরোপিয়ান লেখকরাও একথা স্বীকার করেছে যে, যতদূর কুরআনের বাহ্যিক সুরক্ষার বিষয়টি রয়েছে, এক্ষেত্রে কোনরূপ সন্দেহ করার সুযোগ নেই। বরং প্রতিটি শব্দ ও অক্ষর হুবহু তা-ই যা মুহাম্মদ (সা.) মানুষকে পড়ে শুনিয়েছেন।"

(তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪২১-৪২২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, মানুষ হযরত উসমান (রা.)-কে কুরআন সংকলনকারী বলে থাকে। এ কথা ভুল, উসমান কেবল শব্দের সাথে ছন্দের মিল দেখিয়েছেন। অবশ্য,

যুগ খলীফার বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, সেই অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন।

(ডেনমার্কের জলসা সালানা (২০১৯) উপলক্ষ্যে বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

কুরআনের প্রচারক-প্রসারক বললে কিছুটা সঠিক বলে মানা যায়। তাঁর খিলাফতের যুগে ইসলাম দূর দূরান্তে বিস্তার লাভ করেছিল, তাই তিনি কয়েকটি অনুলিপি প্রস্তুত করিয়ে মক্কা, মদিনা, সিরিয়া আর বসরা ও কুফা ছাড়াও বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেছিলেন। আর একত্রিকরণের বিষয়টি তো আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত বিন্যাস অনুযায়ী মহানবী (সা.)-ই করেছিলেন। আর সেই পছন্দনীয় বিন্যাসই আমাদের হাতে পেঁ ছানো হয়েছে। হঁ যা, এটি পড়া এবং হৃদয়ঙ্গম করার দায়িত্ব আমাদের সবার। "

(হাকায়েকুল ফুরকান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৭২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে মক্কা, মদিনা,নাজাদ, তায়েফ ও ইয়েমেনের লোকেরা স্ব স্ব অঞ্চলে বসবাস করা আর একে অপরের ভাষা এবং প্রবাদের বিষয়ে অনবহিত হওয়া সত্ত্বেও মদিনা রাজধানী হওয়ার সুবাদে সকল জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় মদিনাবাসী শাসক ছিল, যাদের মাঝে একটি বড় অংশ মক্কার মুহাজের ছিল আর স্বয়ং মদীনাবাসীও মক্কাবাসীদের সান্নিধ্যে হিজাযী আরবী শিখে গিয়েছিল। অতএব আইন প্রয়োগ যেহেতু তাদের মাধ্যমেই হতো, অর্থ -সম্পদও তাদের অধীনেই ছিল তথা রাজত্ব যাদের হাতে ছিল আর মানুষ তাদের পথপানে চেয়ে থাকত, সে সময় তায়েফ, নাজাদ, মক্কা, ইয়েমেন ও অন্যান্য এলাকার অধিকাংশ লোক মদিনায় আসা-যাওয়া করত আর মদিনার মুহাজের ও আনসারদের সাথে সাক্ষাৎ করত এবং ধর্ম শিখতো। এভাবে সকল দেশের মানুষের জ্ঞান-প্রজ্ঞার ভাষা এক ও অভিন্ন হতে থাকে। এরপর তাদের মাঝ থেকে কতক মদিনাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তাদের ভাষা অনেকটা হিজাযী হয়ে গিয়েছিল। এরা যখন নিজেদের দেশে ফেরত যেত আর আলেম এবং শিক্ষক হওয়ার কারণে নিশ্চিতভাবে তাদের এলাকায় তাদের ফিরে যাবার সুবাদে অবশ্যই প্রভাব পড়তো। এছাড়া বিভিন্ন যুদ্ধের কারণে আরবের বিভিন্ন গোত্রের একতাবদ্ধ হয়ে থাকার সুযোগ হতো আর নেতা যেহেতু বড় বড় সাহাবীরা হতেন, তাদের সাহচর্য এবং তাদের অনুকরণ করার বাসনা ভাষায় অভিন্ন বৈশিষ্টের জন্ম দিত। অতএব প্রথমদিকে হয়ত মানুষের পবিত্র কুরআনের ভাষা বুঝতে সমস্যা হতো, কিন্তু মদিনা রাজধানী হবার পর যখন সমস্ত আরবের কেন্দ্র হলো 'মদিনা মুনাওয়ারা' আর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বারবার সেখানে আসা আরম্ভ করে, তখন এই ভিন্নতার কোন আশংকা আর রইল না। কেননা ততদিনে সকল জ্ঞানবুদ্ধির মানুষ কুরআনের ভাষার সাথে পুরোপুরি পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। যখন মানুষজন ভালোভাবে পরিচিত হয়ে যায়, তখন হযরত উসমান (রা.) নির্দেশ দেন যে, এখন থেকে যেন কেবল হেজাযি কিরাআত পড়া হয়, অন্য কোন কিরাআতে (কুরআন) পড়ার অনুমতি নেই। তার এই নির্দেশের অর্থ এটিই ছিল যে, এখন মানুষজন হেজাযের ভাষা মোটামুটি বুঝতে শিখে গিয়েছে, তাই তাদেরকে হেজাযি আরবীতে ব্যবহৃত শব্দের বিকল্প শব্দ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের কোন যৌক্তিক কারণ নেই।

হযরত উসমানের এই নিদের্শের কারণেই শিয়ারা, যারা সুন্নীদের বিরোধী, তারা বলে থাকে যে, বর্তমান কুরআন 'বিয়াযে উসমানী' বা উসমানের রচিত গ্রন্থ। অথচ এই আপত্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত! হযরত উসমান (রা.)-এর যুগ পর্যন্ত আরববাসীদের পরস্পর মেলামেশার এক দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, আর তারা পারস্পরিক মেলামেশার ফলে একে অপরের ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে গিয়েও মানুষজনকে (ভিন্ন) কিরাআতে কুরআন শরীফ পড়ার অনুমতি দেওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। এই অনুমতি কেবল সাময়িকভাবে দেওয়া হয়েছিল এবং তা এই প্রয়োজন সাপেক্ষে ছিল যে , সেটি প্রাথমিক যুগ ছিল, জাতি-গোষ্ঠী পরস্পর বিভক্ত ছিল আর ভাষার সামান্য পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন শব্দের অর্থও বদলে যেত। এই ত্রুটির কারণে সেসব গোত্রে প্রচলিত কিছু শব্দ সাময়িকভাবে প্রকৃত ওহীর বিকল্প হিসেবে খোদা তা'লার ওহী অনুসারে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যেন কুরআন শরীফের নির্দেশাবলী বুঝতে ও এর শিক্ষামালা বুঝার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, আর প্রত্যেক (আঞ্চলিক) ভাষাভাষী নিজ ভাষার বাগধারায় এর নির্দেশাবলী বুঝতে পারে এবং স্ব স্ব রীতিতে পড়তে পারে। যখন এই অনুমতির পর কুড়ি বছর সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন যুগের অবস্থা এক নতুন রূপ ধারণ করে, জাতি-গোষ্ঠীগুলো এক নতুন রং ধারণ করে, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত আরববাসী এক অসাধারণ জাতি, বরং বলা যায় এক অসাধারণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়; দেশে আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন তাদের কর্তৃত্বে চলে আসে, প্রশাসনিক পদের বণ্টন তাদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে যায়, শাস্তি ও বিচার ব্যবস্থার প্রচলনও তারাই আরম্ভ করে; এই সব কিছুর পর কুরআনের প্রকৃত ভাষা বুঝার ক্ষেত্রে মানুষজনের আর কোন সমস্যা ছিল না। আর অবস্থা যখন এরূপ দাঁড়ায়, তখন হযরত উসমান (রা.)-ও সেই সাময়িক অনুমতি, যা কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনে প্রদান করা হয়েছিল, সেটিকে রহিত করেন, আর এটি-ই আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু শিয়ারা যেটিকে হযরত উসমান (রা.)-এর সবচেয়ে বড় অপরাধ আখ্যা দেয় তা এ-ই যে, তিনি ভিন্ন ভিন্ন কিরাআত বন্ধ করে কেবল এক-অভিন্ন কিরাআতের প্রচলন করেন, অথচ যদি তারা গভীরভাবে চিন্তা করত তাহলে সহজেই বুঝতে পারত যে, খোদা তা'লা বিভিন্ন কিরাআতে কুরআন শরীফ পড়ার অনুমতি ইসলামের দ্বিতীয় যুগে দিয়েছিলেন, প্রাথমিক যুগে তা দেন নি। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, যদিও কুরআন শরীফ হিজাযের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু কিরাআতের ভিন্নতা হয়েছে অন্যান্য গোত্রের ইসলাম গ্রহণের পর। যেহেতু কখনো কখনো এক গোত্র ভাষাগত দিক থেকে অন্য গোত্রের সাথে কিছুটা বৈসাদৃশ্য রাখতো, হয় তারা উচ্চারণ সঠিকভাবে করতে পারতো না বা অর্থগত দিক থেকে সেই শব্দগুলোর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যেতো, তাই মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছার অধীনে কতিপয় বিতর্কিত শব্দের উচ্চারণ পরিবর্তনের বা সেই শব্দের স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু এতে কুরআনের আয়াতের অর্থ বা তাৎপর্যে কোন পার্থক্য হতো না; বরং যদি এই অনুমতি না দেওয়া হতো, তাহলেই পার্থক্য সৃষ্টি হতো। যেমন এই বিষয়টির প্রমাণ এ ঘটনা থেকে পাওয়া যায় যে,মহানবী (সা.) একটি সূরা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদকে একভাবে পড়িয়েছেন, আর হযরত উমরকে আরেকভাবে পড়িয়েছেন। কারণ হযরত উমর সম্পূর্ণ শহুরে মানুষ ছিলেন, আর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ মেষ চরাতেন, এজন্য বেদুইন লোকদের সাথে তার বেশি সম্পর্ক ছিল; আর উভয় ভাষার মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। একদিন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ কুরআন শরীফের সেই সূরাটিই পড়ছিলেন, আর ঠিক সেই সময়েই হযরত উমর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদকে সেই সূরা কিছুটা ভিন্নতার সাথে তিলাওয়াত করতে শোনেন। তিনি খুব অবাক হন যে, এটি কেমন কথা, শব্দাবলী এক রকম আর পাঠ করছে ভিন্ন রীতিতে। সুতরাং তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ এর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে বলেন, চল মহানবী (সা.)-এর কাছে এক্ষুনি তোমার বিষয়টি উপস্থাপন করছি। তুমি সূরার কতিপয় শব্দাবলী ভিন্ন রীতিতে পাঠ করছ, অথচ মূল সূরা অন্য রকম। যাহোক তিনি তাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে নিয়ে যান এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি এই সূরা আমাকে এক রীতিতে পড়িয়েছেন আর আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ ভিন্ন রীতিতে পাঠ করছিলেন। মহানবী(সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদকে বলেন, তুমি কীভাবে পাঠ করছিলে? তিনি ভয়ে কম্পমান ছিলেন যে, আমি কোথাও ভুল করছি না তো? কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, ভয় পেও না, পড়। তিনি পাঠ করে শুনালে মহানবী (সা.) বলেন, একেবারে সঠিক পড়েছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি তো আমাকে ভিন্ন ভাবে পড়িয়েছেন। তিনি (সা.) বলেন, সেটিও ঠিক আছে। পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, কুরআন করীম সাতটি কিরাআতে অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা এরূপ তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে পরস্পর বাগ্ বিতণ্ডা করো না। এ পার্থক্যের কারণ মূলত এটিই ছিল যে, মহানবী (সা.) মনে করেন, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বেদুইন এবং তার উচ্চারণ রীতি ভিন্ন। তাই তার উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী যে কিরাআত ছিল তা তাকে পড়িয়েছেন। হযরত উমর সম্পর্কে তিনি (সা.) ভাবেন, সে খাঁটি শহুরে, তাই তাকে মূল মক্কী ভাষায় অবতীর্ণ কিরাআত শিখিয়েছেন।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করিয়া ক্ষমা করে না।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

অতএব তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদকে তার ভাষায় সূরা পাঠের অনুমতি দেন এবং হযরত উমর (রা.)-কে খাঁটি শহুরে ভাষায় সেই একই সূরা পড়ান। এ ধরণের তুচ্ছ তুচ্ছ পার্থক্য, যা ভিন্ন ভিন্ন কিরাআতের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু মূল বিষয়বস্তুতে এর কোন প্রভাব পড়ত না। প্রত্যেকে বুঝতে পারতো যে, এটি সংস্কৃতি, সামাজিকতা, শিক্ষা এবং ভাষার পার্থক্যের এক অনিবার্য ফলাফল।"

পুনরায় তিনি বলেন, "যখন সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার ফলে গোত্রীয় অবস্থা এক জাতি ও এক ভাষায় রূপান্তরিত হয় এবং সবাই হিজাযী ভাষার সাথে পরিচিত হয়ে যায়, তখন হযরত উসমান মনে করেন এবং তিনি যথার্থ মনে করেছেন যে, এখন এই (ভিন্ন ভিন্ন) কিরাআতকে প্রতিষ্ঠিত রাখা মতবিরোধ দীর্ঘ করার কারণ হবে, তাই এসব কিরাআতের সর্বজনীন ব্যবহার এখন বন্ধ করা উচিত। অবশিষ্ট কিরাআতের পাণ্ডুলিপি তো সংরক্ষিত থাকবেই। সুতরাং এ সুধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি সর্বজনীন ব্যবহারে হিজাযী ও মূল কিরাআত ব্যতীত অবশিষ্ট কিরাআত নিষিদ্ধ করেন এবং আরব-অনারব সবাইকে এক ও অভিন্ন কিরাআতে একত্রিত করতে তিলাওয়াতের জন্য এমন অনুলিপি তৈরির অনুমতি প্রদান করেন যা প্রাথমিক যুগের কিরাআত অনুসারে ছিল।"

(তফসীরে কবীর, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৯-৫১)

কিছু স্মৃতিচারণ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে (বর্ণিত হবে)। আজও পাকিস্তান এবং আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য এবং বিশ্বের যেখানেই আহমদীরা সমস্যার সম্মুখীন তাদের সকলের জন্য দোয়ার অনুরোধ করতে চাই। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সমস্যাবলী দূর করুন এবং বিশেষত পাকিস্তানে (দেশীয়) আইনের কারণে বিভিন্ন সময় সমস্যা তৈরি করা হয়। আহমদীদের এখন কোন স্বাধীনতা নেই। একইভাবে আলজেরিয়ায়ও কতিপয় সরকারী কর্মকর্তা সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা, আহমদীদেরকে এসব বিপদ থেকে মুক্ত করুন।

জুমআর নামাযের পর আমি একটি ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করব, এটি চীনি ডেস্কের ওয়েবসাইট এবং কেন্দ্রীয় আইটি টিমের সাহায্যে এই ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে মানুষ চীনা ভাষায় ইসলাম এবং আহমদীয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি পাবে। এই ওয়েবসাইটটি জামাতের মূল ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও এবং পৃথকভাবেও ভিজিট করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন শিরোনামে এতে তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে। চীনা ভাষায় অনূদিত পবিত্র কুরআনের নতুন সংস্করণও এতে রয়েছে। এছাড়াও তেইশটি বিভিন্ন পুস্তক ও লিফলেট রাখা হয়েছে। প্রশ্নোত্তর বিভাগে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিরোনামের অধীনে হুযূর আকদাস (আ.) এবং খলীফাদের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম পাতায় জামা'তের বিভিন্ন ৬টি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যোগাযোগের জন্য ফোন, ফ্যাক্স এবং ইমেইল ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই ওয়েবসাইট চীনা জনসাধারণের জন্য হেদায়েতের কারণ হবে এছাড়া ইসলাম ও আহমদীয়াতের জন্য তাদের হৃদয় উন্মুক্ত হবে; আল্লাহ্ তা'লার কাছে এটিই আমার প্রত্যাশা।

এছাড়া আমি প্রয়াত কয়েকজনের জানাযার নামাযও পড়াব। প্রথমত যার উল্লেখ করব তিনি হলেন, মোহতরম মুহাম্মদ ইউনুস খালেদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। তিনি গত ১৫ মার্চ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ ।

মুহাম্মদ ইউনুস খালেদ সাহেবের দাদা হযরত মিয়া মুরাদ বখশ সাহেব এবং তার ভাই হযরত হাজী আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি কাফেলা হাফেজাবাদ জেলার অন্তর্গত মৌজা প্রেমকোট থেকে পায়ে হেঁটে কাদিয়ান গিয়েছিলেন। এই কাফেলাতে হযরত হাজী আহমদ সাহেবও ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে 'তাবাররুক' স্বরূপ পানি চাইলে তিনি (আ.) তা প্রদান করেন। মোকাররম ইউনুস খালেদ সাহেব রাবওয়া থেকে মেট্রিক পাস করে জামেয়ায় ভর্তি হয়ে যান এবং জামেয়াতে অধ্যয়নরত অবস্থায় আরবীতে সম্মানও সম্পন্ন করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। ১৯৮০ সনে জামেয়া আহমদীয়া থেকে শাহেদ পাস করেন। এরপর ৪০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় জামা'তের কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। পাকিস্তানেও এবং বহির্বিশ্বে আফ্রিকায় কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী মরিয়ম সিদ্দীকা, এক পুত্র আতিক আহমদ মুবাশ্বেরকে রেখে গেছেন, যিনি জামা'তের মুরব্বী।

এই আতিক আহমদ মুবাশ্বের সাহেব বলেন, আমার পিতা সৎকর্মশীল আলেম ছিলেন। তিনি প্রায়শই বলতেন, খোদা তা'লা আমার সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মতো ব্যবহার করেছেন। যখনই আমার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় আল্লাহ্ তালা নিজ অনুগ্রহে তা পূর্ণ করে দেন আর আমি নিজেও এটি কয়েকবার দেখেছি। এই ছেলেই রানা মোবারক সাহেবের বরাতে আরো বলেন, রানা সাহেব লাহোরের 'মোহাল্লা' প্রেসিডেন্ট ছিলেন; তিনি বলেন, জামা'তী কোন কাজ এলে শ্রদ্ধেয় মুরব্বী সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে তা সম্পাদন করতেন। এমনকি জুতা পরেছেন কিনা তা -ও চিন্তা করতেন না। তৎক্ষণাৎ দ্রুততার সাথে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেন। আর্থিক কুরবানীতে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। হরিপুর হাজারার আমীর সাহেব বলতেন, মুরব্বী সাহেব পুরো তরবেলা জামা'তের জন্য চাঁদা দেওয়ার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত ছিলেন। প্রয়াত পুণ্যাত্মা সদস্যদের চাঁদাও তিনি রীতিমত প্রদান করতেন। তার ভায়রা-ভাই (শ্যালীপতি) বলেন, চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন বিশেষভাবে তাঁর ওসিয়্যতের চাঁদা আদায়ে সর্বদা তৎপর থাকতেন। মরহুম খুবই দোয়াগো ও দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মরহুম দরিদ্র অভাবীদের খুঁজে খুঁজে গোপনে তাদের সাহায্য করতেন। আত্মীয়স্বজনের মাঝে দরিদ্রদের মেয়েদের বিয়ে উপলক্ষ্যে গয়নাগাটি ও জিনিসপত্র কিনে দিতেন। মরহুমের আত্মীয়স্বজন বলেন, আমরা একজন আন্তরিক, স্নেহশীল ও আর্থিক সাহায্যকারী অতি প্রিয় অনুগ্রহশীল ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, আইভরি কোস্টের শ্রদ্ধেয় ডাক্তার নিযামুদ্দীন বুদ্দন সাহেবের। তিনি গত ১৫ মার্চ তারিখে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ ।

তিনি তার প্রাথমিক শিক্ষা মরিশাসে অর্জন করেন। ১৯৬৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) তাকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেন এবং পাকিস্তানে এসে তিনি প্রথমে তা'লীমুল ইসলাম কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট করেন, এরপর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তিনি ডো মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. করেন। ১৯৭৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে নাইজেরিয়ার আহমদীয়া ক্লিনিকে ক্লিনিক-ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন ঘানা সফরে যান, সেসময় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আইভরি কোস্টের প্রতিনিধি দল ঘানায় এসে হুযুরের সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য লাভ করে। সেই প্রতিনিধি দল হুযুরের সমীপে আবেদন করে যে, যেভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘানার হাসপাতাল আছে, অনুরূপ হাসপাতাল আমাদের আইভরিকোস্টেও খোলা হোক। যাহোক, হুযুর তার অনুমোদন দেন এবং এর জন্য কার্যক্রম আরম্ভ হয়। ১৮ মার্চ ১৯৮৩ সালে ডাক্তার সাহেব লেগুস থেকে আইভরি কোস্টে চলে যান এবং স্বাস্থ্য মন্ত্র ণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। যেহেতু, ফ্রেঞ্চ ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল আর তিনি ফ্রেঞ্চ ভাষা জানতেন,তাই তাকে নাইজেরিয়া থেকে সেখানে পাঠানো হয় এবং সেখানে তিনি আহমদীয়া ডিসপেনসারি খোলার অনুমতি পেয়ে যান। ১৯৮৪ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি আইভরি কোস্টে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তার সহধর্মিণীও ইন্তেকাল করেছেন। তার এক পুত্র আছে, যার নাম হলো বশিরুদ্দীন মাহমুদ বুদ্দন এবং কন্যা নাশমিয়া আয়েশা ওয়ারদা। আল্লাহ্ তা'লা এই সন্তানদেরও খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

আইভরি কোস্ট-এর আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ আব্দুল কাইয়ুম পাশা সাহেব বলেন, আইভরি কোস্টে প্রায় ছত্রিশ বছর আহমদীয়া ক্লিনিক আবিজান-এ মেডিকেল অফিসার হিসেবে তিনি সেবা প্রদান করেছেন।

তিনি একজন খুব ভালো ডাক্তার, একজন ভালো মানুষ এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আইভরি কোস্টের একজন বিশিষ্ট পুণ্যাত্মা সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, খাকসারের সাথে ডাক্তার সাহেবের প্রায় আঠারো বছরের সম্পর্ক ছিল। সর্বাবস্থায় তাকে ভালো মানুষ হিসেবে পেয়েছি। সবাইকে সাহায্যকারী, জামা'তী কাজে সুপরামর্শ দাতা, অতিথিপরায়ণ, সদাচারী, আর সুবসন-সুবচন মানুষ ছিলেন। জামা'তের বিভিন্ন দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন। অনেক উদারমনা মানুষ ছিলেন। শিশুদের সাথে পরম স্নেহ ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। অধিকাংশ সময় শিশুদেরকে তোহফা স্বরূপ দেওয়ার জন্য ক্লিনিকে কিছু রাখা থাকত। যেসব অসুস্থ্য শিশু আসত তাদেরকে তোহফাও দিতেন, অর্থাৎ খেলনা, টফি প্রভৃতি। মিশনে অবস্থানরত শিক্ষার্থী এবং গরীব আহমদী পরিবারদের অনেক সাহায্য করতেন।

সেখানকার একজন মুবাল্লেগ লিখেন, তার কাছে যখন কোন রোগী থাকত না তখন তাকে কোন খাদেম অথবা কোন নাসেরের তালীম ও তরবিয়তে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। এমন নয় যে, রোগী না থাকলে বসে থাকবেন। কোন না কোন জামা'তী কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। এক্ষেত্রে কখনো মলফুযাত অথবা জুমআর খুতবার ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদ করতেন এবং জামা'তের বন্ধুদেরকে তার ফটোকপি করে পাঠাতেন। তিনি সর্বদা মানবতার সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। নিজ খরচে রোগীদের ঔষধ ক্রয় করে দিতেন। কখনো বা দরিদ্র লোকদের বা অন্যদেরও ঘরের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন, চাউল, তেল প্রভৃতি তিনি সরবরাহ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন।

পরবর্তী জানাযা ডাক্তার রাজা নাসীর আহমদ জাফর সাহেবের সহধর্মিণী সালমা বেগম সাহেবার যিনি গত ২৪ জানুয়ারি তারিখে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তার পিতা রাজা ফযল দাদ খান সাহেব আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিজ বংশের প্রথম আহমদী ছিলেন। যারা লিখেছেন তারা অর্থাৎ তার সন্তানরা তার সম্পর্কে লিখেছে যে, তার নামাযের দৈর্ঘের দৃষ্টান্ত প্রবাদস্বরূপ পুরো পরিবারেই সুপ্রসিদ্ধ ছিল। খুবই সচ্চরিত্রা, উত্তম স্বভাবের অধিকারিণী, সেবাপরায়ণ, ত্বাকওয়াপরায়ণ, বিশ্বস্ত, সাহসীনি, বড়মনা, বুদ্ধিমতি ও পরম উদ্যমী, উন্নত চরিত্র, গাম্ভীর্যপূর্ণ, অনেক দোয়াগো, অত্যন্ত ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ, স্বল্পেতুষ্ট এবং আল্লাহ্‌র ওপর আস্থাশীল মহিলা ছিলেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় মরহুমা ওসীয়্যতকারিনী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি দুই পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসু লভ আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো, আল্ শিরকাতুল ইসলামিয়া, যুক্তরাজ্যের চেয়ারম্যান আব্দুল বাকী আরশাদ সাহেবের সহধর্মিণী মোকাররামা কিশওয়ার তানভীর আরশাদ সাহেবার , যিনি গত ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৮৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

মরহুমা পরম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে নিজ বার্ধক্যে বিভিন্ন রোগব্যাধির মোকাবিলা করেছেন আর খোদা তা'লার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থেকে স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্নিধানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। একইভাবে অনেক পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার এক জামাতা নাসীরদ্দীন সাহেব বর্তমানে যুক্তরাজ্যের নায়েব আমীর হিসেবে কাজ করার তৌফিক পাচ্ছেন। ছেলে নাবীল আরশাদও সেবা করার তৌফিক পাচ্ছেন, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র যুগেও আর আমিও যখনই কোন কাজের জন্য তাকে ডেকেছি, তিনি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে যান। তিনি সন্তানদের উত্তম তরবিয়ত করেছেন। মরহুমা অগণিত গুণের আধার ছিলেন। খুবই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। (তিনি) অত্যন্ত বিনয়ী, একজন নিবেদিতপ্রাণ, নিষ্ঠাবতী ও পুণ্যবতী নারী ছিলেন। নিয়মিত নামায-রোযায় অভ্যস্ত এবং চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে ত্বরিত ছিলেন। সর্বদা মন খুলে সদকা-খয়রাত করতেন। আরশাদ বাকী সাহেব লিখেছেন, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ লন্ডনে বসবাস করেছেন, এ সময়ের মধ্যে ১৯৮৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র লন্ডনে হিজরতের পর তিনি আমার সাথে জামা'তী কর্মকাণ্ডে অনেক সহযোগিতা করেছেন আর সর্বদা জামা'তের কাজকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সবদিক থেকে নিজের ঘরকে শান্তিপূর্ণ ও জান্নাত প্রতীম বানিয়ে রেখেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলতেন, শান্তির দিক থেকে এই ঘরটি আমার পছন্দনীয়। তার মেয়ে বলেন, সর্বাবস্থায় খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতেন। সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় সানন্দে নিয়তির বিধান মেনে নিতেন আর কখনো কোন অভিযোগ-অনুযোগ করতেন না। তিনি সৌদি আরবেও ছিলেন। যেসব আহমদী বন্ধুরা সেখানে হজ্জ বা উমরা করতে যেতেন, তিনি তাদের অনেক সেবার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো সুদান নিবাসী আব্দুর রহমান হুসেইন মুহাম্মদ খায়ের সাহেবের। তিনি গত ২৪ ডিসেম্বর (মাত্র) ৫৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

আহমদীয়া জামা'তের সাথে পরিচিত হওয়ার পূর্বে তিনি কোন ইসলামী ফির্কার সাথে যুক্ত ছিলেন না বরং তার বিভিন্ন বিশ্বাস যেমন, নাসেখ - মনসুখ এবং জিন্ন ইত্যাদি সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। তার বড় ভাই উসমান হুসেইন সাহেব সৌদি আরবে কাজ করতেন। সেখানে জামা'তের সাথে তার পরিচয় হলে তিনি প্রয়াত আব্দুর রহমান সাহেবের কাছে তা উল্লেখ করেন, এটি ২০০৭ সালের কথা। ভাইয়ের কাছে আহমদীয়াত সম্পর্কে শোনার পর থেকে আব্দুর রহমান সাহেব এম.টি.এ. দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। সে সময় তার এলাকায় এম.টি.এ.-র সম্প্রচার দেখা কষ্টসাধ্য ছিল, এজন্য তিনি অনেকগুলো ডিশ এন্টেনা পরিবর্তন করেন, অনেক অর্থ খরচ করেন আর অবশেষে তিনি এম.টি.এ. (চ্যানেল) পেয়ে যান। এরপর থেকে তার রীতি ছিল, কাজ থেকে ফিরে অধিকাংশ সময় এম.টি.এ. দেখে কাটাতেন। অবশেষে আশ্বস্ত হওয়ার পর ২০১০ সালে তিনি বয়আত করার তৌফিক লাভ করেন। বয়আত করার পর তিনি তার সকল আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু -বান্ধবকে তবলীগ করেন। মরহুমের পুণ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে বিনয়, নম্রতা, আতিথেয়তা, দরিদ্রদের লালন এবং মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার ছিল উল্লেখযোগ্য। ২০১৩ সালে সুদানে জামা'ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়েছেন আর এজন্য তিনি অকাতরে আর্থিক কুরবানীও করেছেন। মরহুম অনেক দরিদ্র আহমদীকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন। সুদানের একটি অঞ্চলে বসবাসকারী এক অত্যন্ত দরিদ্র গোত্রের আহমদী যখন এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত হয় তখন মরহুম উদার হস্তে তাদের আর্থিক সাহায্য করেন এবং তার প্রয়োজনাদির প্রতি খেয়াল রাখেন। এছাড়া অন্যদের প্রতিও যত্নবান ছিলেন। প্রত্যেক শুক্রবার নিজের গাড়িতে করে বিভিন্ন স্থান থেকে আহমদীদের নামায সেন্টারে নিয়ে আসতেন আবার জুমুআর নামাযের পর তাদেরকে নিজেদের বাড়িতে পৌঁছে দিতেন। অ-আহমদীরাও তার সচ্চরিত্রতার প্রশংসা করেন। নিয়মিত চাঁদা প্রদান করতেন আর উদার হস্তে খরচ করতেন। সুদানের প্রথম মজলিসে আমেলাতেও তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন আর আমৃত্যু উক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম স্ত্রী ছাড়াও দুই পুত্র এবং দু'জন কন্যা স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে তাদের সম্পর্কও সুদৃঢ় করুন আর মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন। আমি যেমনটি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব। (ইনশাআল্লাহ্)

****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

২০১৪ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর আয়ারল্যান্ড সফর

২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

(বিশিষ্ট অ-আহমদী অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাতের শেষাংশ)

সংসদ সদস্যা প্রশ্ন করেন, ইসলামে নারীর কি কি অধিকার রয়েছে? তারা কি মসজিদে পুরুষদের সঙ্গে নামায পড়তে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন- ইসলামে পুরুষ ও নারীর অধিকারে কোন প্রকার তারতম্য নেই, কারো অধিকার খর্ব করা হয় নি। অধিকারসমূহের মধ্যে ভারসাম্য রয়েছে। কন্‌ফারেন্স রুমের একদিকে দুইজন আইরিশ আহমদী মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। হুযুর তাদের কথা উল্লেখ করে বলেন, তারা দুজনেই পর্দা করেছে, হিজাব পরিহিতা আর এভাবেই তারা নিজেদের সমস্ত কাজ করে। নিজেদের দায়িত্বাবলীও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করছে। তাদের মধ্যে একজন যুক্তরাষ্ট্রে থাকে, সেখানে লাজনাদের স্থানীয় সংগঠনের তিনি সদর। আমরা আমাদের মহিলাদেরকে সুসংঘবদ্ধ করে রাখি, এই সংগঠনটির নাম লাজনা ইমাউল্লাহ। এরা স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের অনুষ্ঠানাদি করে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- যতদূর মহিলাদের পুরুষদের সঙ্গে একত্রে নামায পড়ার প্রসঙ্গটি রয়েছে- যুক্তরাজ্যে শাসকদলের এক রাজনীতিক আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে, ভবিষ্যতে কি কখনও এমন হতে পারে যখন মহিলা ও পুরুষ একত্রে নামায পড়বে? আমি তাকে বলেছিলাম, আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে যে রীতি ছিল তা হল পুরুষরা সামনের সারিতে নামায পড়ত আর মহিলারা পিছনের সারিতে নামায পড়ত।

হুযুর আনোয়ার বলেন- নামাযের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে, বিভিন্ন অংশ রয়েছে। একত্রে নামায পড়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য কিছু কিছু অংশ পূর্ণ করা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে মহিলারা নিজেদের সুবিধার্থে পৃথক স্থানে নামায পড়া সমীচীন মনে করেছে। স্থানাভাবে একটি হলঘরেও নামায পড়া যেতে পারে।

এক সংসদ সদস্য প্রশ্ন করেন যে মসজিদের নাম 'মরিয়ম মসজিদ' রাখার কারণ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- জুমার দিন মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে বলব। আপনি উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে ভুলবেন না।

এক সাংসদ বলেন- শিয়া ও সুন্নীদের যে বিভেদ রয়েছে, কুরআন করীমে তার কি কোন ভিত্তি রয়েছে?

প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- কুরআন করীমে এর কোন ভিত্তি নেই, আর কোন ফির্কার বিষয়েও কোন ভেদাভেদ নেই। কুরআন করীম যখন নাযিল হল, তখন তো কোন ফির্কা বা দল ছিল না, এগুলি সবই পরে গঠিত হয়েছে। যেভাবে ইহুদীধর্ম ও খৃষ্টধর্মে পরবর্তীকালে দলাদলি হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- আমাদের বিশ্বাস, খোদা এক ও অদ্বিতীয়। আঁ হযরত (সা.) আল্লাহ্‌র নবী, কুরআন এক ও অভিন্ন। আমরা সমস্ত নবীর উপর ঈমান আনি। কুরআন করীমে একটিই ধর্ম 'ইসলাম' -এর উল্লেখ রয়েছে। এই ফির্কাগুলির কোন উল্লেখ নেই। তাই আমরা চাই সকলে সেই এক ও অভিন্ন ধর্মের উপর যেন একত্রিত হই। আর সকলে একে অপরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী হই এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানকারী হই।

হুযুর আনোয়ার বলেন- হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর আগমণের দুটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,'আমি এসেছি যাতে মানুষ তাদের স্রষ্টাকে চিনতে পারে,খোদার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল তাঁর সৃষ্টিজগতের অধিকার প্রদান করা। প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের অধিকার প্রদানকারী হয়।

এক সাংসদ প্রশ্ন করেন, জামাতের উপর হওয়া নির্যাতনের সংবাদ তিনি মাত্র এক সপ্তাহ আগেই জেনেছেন। আপনাদের জামাতে কি এমন কোন ব্যবস্থাপনা আছে যা এই সংবাদ ক্রমাগতভাবে পৌঁছে দিতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- জামাতে এমন ব্যবস্থাপনা রয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ক একটি সংগঠন রয়েছে যারা এই সব কাজ এবং যোগাযোগ করে থাকে। এই কমিটির সদস্যরা জেনেভায় (সুইজারল্যান্ড)-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।সেখানে ইউএনএইচসিআর. এর সঙ্গে যথারীতি বৈঠক হয়। অনুরূপভাবে মালেয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবংশ্রীলঙ্কা এবং অন্যান্য দেশ থেকে শরণার্থী হওয়ার আবেদনকারীদের বিষয়ে ইউএনএইচসিআর -এর অফিসে যোগাযোগ করে এবং বিভিন্ন দেশের সরকারি বিভাগকে ধর্মীয় কারণে নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে জানানো হয় এবং যথারীতি সকলকে অবগত করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আইয়ারল্যাণ্ডের সদর সাহেব বলেন, নিয়মিত ই-মেলের মাধ্যমে পারকিউশন সম্পর্কে সরকারকে জানানো হয়।

.....

ডাবলিন থেকে গালওয়ে এর উদ্দেশ্যে যাত্রা

গালওয়ে শহরটি ডাবলিন শহর থেকে একশ কুড়ি কিমি পশ্চিমে সমুদ্র তীরে অবস্থিত। এটি আয়ারল্যান্ডের চতুর্থ বৃহত্তম শহর। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই শহরটি আবিষ্কৃত হয়। শহরের জনসংখ্যা ৬৮ হাজার আর এটি দেশের পশ্চিম তটে অবস্থিত হওয়ায় এটিকে ইউরোপের প্রান্তিক শহরও বলা হয়ে থাকে।

প্রায় দুই ঘন্টা সফরের পর হুযুর আনোয়ার গালওয়েতে পদার্পণ করেন। হুযুর আনোয়ার ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য ক্লেটন হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।গালওয়ে শহরে নবনির্মিত মরিয়ম মসজিদটি হোটেল থেকে এক কিমির কম দূরত্বে অবস্থিত।

মসজিদ মরিয়মের উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ারের আয়ারল্যাণ্ড আগমণের সংবাদ সেদেশের বিভিন্ন পত্রিকা এবং রেডিওতে প্রচার হয়। আজ সন্ধ্যায় ন্যাশনাল সদরের ভাষণ শুনে এক ক্যাথোলিক মহিলা ই-মেলে জানিয়েছেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে, আহমদীয়া জামাতের খলীফা গালওয়ে এসেছেন। আজ হাসপাতালে আমার স্বামীর অপারেশন হচ্ছে। আপনি খলীফাতুল মসীহকে আমার স্বামীর আরোগ্য লাভের জন্য দোয়ার আবেদন করবেন।

মসজিদের সাউন্ড সিস্টেমের জন্য একটি সাউন্ড সিস্টেমের মালিক মি.ফিনট্যান গত পাঁচ ছয় দিন থেকে মসজিদে কাজ করছেন। তিনি হুযুর আনোয়ারকে মরিয়ম মসজিদে নামায পড়াতে দেখেছেন।

তিনি বলেন, আমি খলীফাতুল মসীহকে দেখে ভীষণ প্রভাবিত হয়েছি। আমি একজন ক্যাথোলিক খৃষ্টান, চার্চে যাই, কিন্তু এখানে এসে অনুভব করেছি যে, আমার জীবনে নিঃশব্দে একটি পরিবর্তন ঘটছে। আমি মনের মধ্যে প্রশান্তি লাভ করছি। চার্চে গিয়ে আজ পর্যন্ত আমি খোদার দেখা পাই নি। এখানে যখন থেকে খলীফাতুল মসীহকে দেখেছি, নামায পড়াতে দেখেছি, আমি এখানে খোদাকে দেখতে পাচ্ছি। এখানে আমি খোদাকে পেয়েছি। আমি খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে সিজদা করেছি এবং দোয়া করেছি।

তিনি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। তিনি বলেন, এখন খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে সাক্ষাত করার পর নিজের মধ্যে এক সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হুযুর আনোয়ার -এর এই সফরের কল্যাণ পদে পদে প্রকাশ পাচ্ছে আর মূসার মসীহকে মান্যকারীরা মহম্মদের মসীহর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, তাদের হৃদয় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

আজ সকালে আয়ারল্যাণ্ডের ন্যাশনাল রেডিও আরটিই-১ মসজিদ উদ্বোধন প্রসঙ্গে চার মিনিটের একটি অনুষ্ঠান প্রচার করেছিল। যেখানে আয়ারল্যাণ্ডের ন্যাশনাল সদর সাহেব, গালওয়ে জামাতের স্থানীয় সদর সাহেব এবং মুবাল্লিগ ইনচার্জ ইব্রাহিম নোনোন সাহেব মসজিদ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি সাক্ষাতকার দিয়েছেন। সাংবাদিক সাক্ষাতকার প্রচার করার সময় বলেন, জামাত আয়ার্ল্যাণ্ডের সদস্য সংখ্যা পাঁচশর কাছাকাছি। কিন্তু জামাত আহমদীয়ার এই মসজিদটি সকল মুসলমান এবং অ-মুসলিমদের জন্য খোলা আছে। জামাত আহমদীয়ার খলীফা মসজিদ উদ্বোধনের জন্য আয়ারল্যান্ড এসেছেন। তিনি মসজিদ উদ্বোধন করবেন।

২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

আজ জুমাতুল মুবারক, আয়ারল্যাণ্ডের বুকে জামাত আহমদীয়ার প্রথম মসজিদ 'মসজিদ মরিয়ম'-এর উদ্বোধনের দিন ছিল। আজকের দিন জামাত আহমদীয়া

আয়ারল্যান্ডের ইতিহাসে একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক। আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাসে এটি প্রথম জুমা ছিল যা হুযুর আনোয়ার নবনির্মিত মসজিদ মরিয়মে পড়িয়েছেন।

এছাড়া মসজিদ মরিয়ম থেকে সরাসরি এম.টি.এ তে সম্প্রচারিত হওয়া এটিই ছিল প্রথম জুমার খুতবা।

'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।'- আজ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর এই ইলহামটি এক নব মহিমায় পূর্ণ হল,যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র কণ্ঠ পৃথিবীর এই প্রান্তে নির্মিত মসজিদ মরিয়ম থেকে পৃথিবীর সমস্ত দেশে, পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে পৌঁছে গেল।

হুযুর আনোয়ার আয়ারল্যাণ্ডে তাঁর প্রথম সফরে ২০১০সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ক্লেটন হোটেলের একটি হলঘর থেকে জুমার খুতবা প্রদান করেছিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন-

'দেখতে গেলে গালওয়েও একদিক থেকে পৃথিবীর একটি প্রান্তদেশ, সমুদ্রের তীরে অবস্থিত একটি শহর। আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে পড়ে এটি। এর সঙ্গে একই সরলরেখায় ইউরোপের আর কোন দ্বীপ নেই। এখানে এসে শৃঙ্খলা শেষ হয়েছে। সরল রেখা টানলে সমুদ্রের পর কানাডা, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের এলাকা শুরু হয়ে যায়। এই দিক থেকেও এটি প্রান্তদেশ যেখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীরা একটি মসজিদ নির্মাণ করার তৌফিক লাভ করছে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। যাতে এই এলাকা থেকেও একত্ববাদের উদ্ঘোষ পৃথিবীতে পৌঁছয়।"

আজ হুযুর আনোয়ারের খুতবা জুমআর মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে নির্মিত মরিয়ম মসজিদ থেকে খোদা তা'লার একত্ববাদের ঘোষণা এম.টি.এ দ্বারা সরাসরি পৃথিবীতে পৌঁছেছে। আলহামদোলিল্লাহ॥

মিডিয়া প্রতিনিধিদের দ্বারা হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণ

হুযুর আনোয়ার (আই.) হোটেলে আসার পূর্বে ন্যাশনাল রেডিও আরটিই-১ এর প্রতিনিধি ম্যাক মাইক কারথিও এবং আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় সংবাদ পত্রিকা দ্য আইরিশ টাইমস-এর সাংবাদিক লোরনা সিগিনস হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য হোটেলে উপস্থিত ছিলেন।

সর্বপ্রথম ন্যাশনাল রেডিও আরটিই -১ এর প্রতিনিধি হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার নেন।

প্রতিনিধি সর্বপ্রথম প্রশ্ন করেন যে, এখনই জুমআর খুতবায় আপনি ইসলাম সম্পর্কে বলেছেন। আপনি বলেছেন, ইসলাম শান্তিপ্রিয় ধর্ম। আপনাদের আদর্শকবাক্য হল ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'। কাজেই মুসলিম বিশ্বে যা কিছু হচ্ছে তা নিয়ে আপনি কি উদ্বিগ্ন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন-

ইসলাম শিক্ষা দেয়, কারো অধিকার আত্মসাৎ করো না, কারো অধিকার খর্ব করো না, কারো উপর অত্যাচার করো না। আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা শিরোধার্য করে চলি আর আমাদের আদর্শবাণী হল 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- এর ভিত্তিও ইসলামী শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম শিক্ষা দেয়, খোদা এক আর মহম্মদ তাঁর রসূল। আমরা যখন বলি, খোদা এক, তখন এর অর্থ হল সেই খোদা সকলের প্রভু প্রতিপালক, সকলের পালনকর্তা। কুরআন করীম শিক্ষা দেয় মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) সমগ্র জগতের জন্য আশীর্বাদ। তিনি যেহেতু সমগ্র জগতের জন্য আশীর্বাদ, সেক্ষেত্রে কোন মুসলমান অন্যের উপর অত্যাচার করবে, তাদের অধিকার আত্মসাৎ করবে তা কি করে সম্ভব?

সংবাদ প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন, এতে কি আপনার আক্ষেপ হয় যে পৃথিবীতে ইসলামের নামের উল্লেখ হতেই খোদা এবং ইসলামের শিক্ষার নিয়ে আলোচনা হয় না, বরং সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলা হয়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, অবশ্যই আমার আক্ষেপ হয় আর তখনও আক্ষেপ হয়েছিল যখন আলকায়েদা এবং তালেবান সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কাজেই যখনই কোন মুসলমান ইসলামের নামে, আল্লাহ্‌র নামে এই ধরণের বাড়াবাড়ি করে, তখন স্বভাবতই আমার দুঃখ হয়, যেমনটি আপনাদের হয়।

প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন যে এখানকার কমিউনিটির জন্য আপনার বার্তা কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন- আমি জুমআর খুতবায় বলেছি যে, ইসলামের সঠিক ও প্রকৃত শিক্ষাকে সকলের কাছে পৌঁছে দিন। আমি তাদেরকে হুকুকুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র অধিকার) এবং হুকুকুল ইবাদ (মানুষের অধিকার) প্রদানের বিষয়ে বলেছি, তাদেরকে বুঝিয়েছি যে আপনারা যদি সেই সব অধিকারগুলি প্রদানকারী হন, তবে কোনও প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার বার্তা হল, পৃথিবীর সর্বত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে- এতে কেবল মুসলমানেরাই জড়িত নয়, অন্যান্য দেশগুলিতেও এই অরাজকতা ছড়িয়ে আছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি সহ সমগ্র পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই আমার বার্তা হল, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করুন, একে অপরকে বুঝতে চেষ্টা করুন, একে অপরের অধিকার দিন এবং শান্তি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করুন। অন্যথায় পৃথিবীতে এক মহা বিপদ উপস্থিত হবে যাকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আর সেই বিপদ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হিসেবে প্রকাশ পাবে।

এরপর আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় পত্রিকা দ্য আইরিশ টাইমস এর সাংবাদিক লোরনা সিগিনস হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আমরা দুই প্রকারের ইসলাম দেখতে পাচ্ছি। একটি প্রতিবেদন অনুসারে তিন হাজারের কাছাকাছি মুসলমান জিহাদের জন্য সিরিয়া ও অন্যান্য দেশে যাত্রা করেছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এদেরকে বিপথে চালিত করা হয়েছে। এরা হতাশাগ্রস্ত, পরিস্থিতি এদের বাধ্য করেছে। আঁ হযরত (সা.)ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের কেবল নামটুকুই অবশিষ্ট থাকবে। মানুষ কেবল নামমাত্র মুসলমান হবে। মসজিদগুলি বাহ্যত ইবাদতকারীতে পরিপূর্ণ দেখাবে, কিন্তু হিদায়তশূন্য হবে। সেই সময় খোদা তা'লা একজন সংস্কারককে পাঠাবেন, যিনি মসীহ ও মাহদী হবেন। তিনি এসে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং ইসলামের বাণী সারা পৃথিবীতে পৌঁছে দিবেন। তিনি মুসলমানদেরকেও এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকেও এক ও অভিন্ন ধর্মের উপর সমবেত করবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় আগমণকারী মসীহ ও মাহদীর সত্যতার নিদর্শনও উল্লেখ করে দিয়েছিলেন। সেই নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি নিদর্শন হল রযমান মাসের নির্দিষ্ট দিনে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হওয়া। ১৮৯৪ সালে পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে এই গ্রহণ সংঘটিত হয়। পরের বছর ১৮৯৫ সালে পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে অনুরূপটি ঘটে। এটি তাঁর সত্যতার এবং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর হওয়ার এক বিরাট নিদর্শন ছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কাজেই এই সব বিশৃঙ্খলা এবং বিপদাপদ থেকে যদি রক্ষা পেতে হয় তবে মুসলমান জাতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করুক। মুসলমানেরা যদি গ্রহণ করে নেয়, তবে তারা রক্ষা পেতে পারে, অন্যথায় এরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা আহমদীরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মেনে চলছি আর প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আহমদীয়াতের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনারা কি অমুসলিমদেরকে আপনাদের মসজিদে ইবাদত করার অনুমতি দিবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের মসজিদগুলি সকলের জন্য উন্মুক্ত। সকল ধর্মের জন্য উন্মুক্ত। আঁ হযরত (সা.) যখন অন্য ধর্মের মানুষদের জন্য মসজিদের দ্বার খোলা রেখেছেন, তবে আমরা তা বন্ধ করার ধৃষ্টতা কিভাবে দেখাতে পারি? তাই এই মসজিদ প্রত্যেক ধর্মের জন্য উন্মুক্ত আছে এবং সব সময় থাকবে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আজ রাতের ভাষণে আপনার বার্তা কি হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজকেও আমার বার্তা থাকবে শান্তির যা আমরা আগে থেকেই পুরো পৃথিবীকে দিয়ে আসছি আর আমাদের বাণী পৃথিবীর সকল প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। গালওয়েকেই দেখুন, আয়ারল্যান্ড পৃথিবীর প্রান্তদেশ, এখানেও সেই বার্তা পৌঁছে গিয়েছে আর এখান থেকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, গালওয়ে শহর তো আয়ারল্যান্ডের মাঝখানে অবস্থিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা কেন্দ্র থেকে প্রান্তে প্রান্তে আর প্রান্ত থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত শান্তি

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 13 May, 2021 Issue No.19

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ও নিরাপত্তার বাণী পৌঁছে দিচ্ছি।

মরিয়ম মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের সংক্ষিপ্ত ভাষণ

হিউম্যান রাইটস-এর ব্যারেস্টার মি. গ্যারি ও হ্যালোরান অনুষ্ঠানে নিজের সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। তিনি আয়ারল্যাণ্ডের রীতি অনুসারে আইরিশ ভাষায় হুযুর আনোয়ারকে বলেন, 'আমরা আপনাকে লক্ষ কোটি বার স্বাগত জানাচ্ছি। এরপর তিনি বলেন,

'খলীফার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত সেই সময় হয়, যখন তিনি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে ভাষণ দিয়েছিলেন। খলীফাতুল মসীহ যেভাবে শত শত রাজনীতিক, সাংসদ,মুসলমান ও অমুসলিমদের সামনে ভাষণ দান করলেন তাতে আমি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি। আমি একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, খলীফাতুল মসীহ এক প্রকার জিহাদ করছেন। কিন্তু তাঁর এই জিহাদ হল ভালবাসায় পরিপূর্ণ। তাঁর জিহাদ সশস্ত্র জিহাদ নয়, বরং তা কলমের তথা লেখনীর জিহাদ। আজকের এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে খলীফার উপস্থিতিতে আমার অংশগ্রহণ করা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয়।

তিনি বলেন, আহমদীয়া জামাতের সঙ্গে একজন বেরিস্টার হিসেবে কাজ করার অনেক সুখকর অভিজ্ঞতা আছে। পাকিস্তানে আহমদীরা অপরাধী হিসেবে সমাজে বাস করে, আমি তাদের পক্ষ হয়ে ওকালতি করেছিলাম, যখন আয়ারল্যাণ্ড সরকার তাদের আবেদন নাকচ করে দিয়ে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার নিদান দিয়েছিল। আইরিশ সরকারের প্রতিষ্ঠানের দাবি, পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে।পাকিস্তানে পুলিশ ফোর্স রয়েছে। পাকিস্তানে আদালত ও বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানে যদি কোন বিচারপতি আইন মেনে তা বলবৎ করে তবে নবীর অবমাননা-র মত অন্ধ আইনের উপস্থিতিতে সেই বিচারক আহমদীদের উপর অত্যাচার করবে। কেননা পাকিস্তানে যদি কোন আহমদী নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তবে সে পক্ষান্তরে নিজের মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এমন পরিস্থিতি আহমদীরা যেভাবে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, তা দেখে আমি ভীষণভাবে আশ্চর্য হয়েছি। আমি কখনই আহমদীদেরকে অত্যাচারের জবাবে অত্যাচার করতে দেখিনি। বরং আহমদীদের মনে আমি অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ঘৃণা বা বিদ্বেষ লক্ষ্য করি নি।

তিনি তার ভাষণের শেষে পুনরায় আয়ারল্যাণ্ডের রীতি অনুসারে হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানান।

এরপর বক্তব্য রাখেন একজন পোড় খাওয়া রাজনীতিক ডেপুটি স্পীকার Eamon o Cuiv , যিনি ১৯৮৯ সালে প্রথম বার সেনেটর হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি মিনিস্টার অফ স্টেট পদেও নিযুক্ত ছিলেন। ২০০২-২০১০ পর্যন্ত Minister of Community and Rural Affairs.কাজ করেছেন। ২০১০ সালে Minister of Social protection বিভাগে কাজ করেছেন। তিনি নিজের ভাষণে বলেন-

সর্বপ্রথম আমি এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে খলীফাতুল মসীহকে গালওয়েতে শতশতবার স্বাগত জানাই। ২০১০ এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে আমি যোগদানের সুযোগ পেয়েছিলাম। আজ আমি আনন্দিত যে সেই মসজিদটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়েছে আর আমরা সকলে এর উদ্বোধনের জন্য এখানে একত্রিত হয়েছি।

তিনি বলেন- খলীফাতুল মসীহর গালওয়েতে দ্বিতীয়বার আগমণ আমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। আশা করি, আপনার এই আয়ারল্যাণ্ড সফর অত্যন্ত সফল হবে।

আমার মনে আছে যখন আমি প্রথমবার জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলাম, তখন জামাত আহমদীয়ার আদর্শবাণী 'ভালবাসা সকলের তরে,ঘৃণা নয়কো কারো পরে' আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই জামাত প্রমাণ করেছে যে এই জামাত নিজের মহৎ উদ্দেশ্য অনুসারেই কাজ করছে। জামাত যেভাবে আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করেছে এবং বিভিন্ন ধর্মকে এক মঞ্চে একত্রিত করেছে তা দেখে আমি প্রভাবিত হয়েছি। আর আমি আনন্দিত যে জামাত আহমদীয়া যথারীতি একটি মসজিদ তৈরী করতে সমর্থ হচ্ছে, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে ইবাদত করতে পারবে।জামাত আহমদীয়া পাকিস্তানের উপর যে নির্যাতন চলছে, আমরা সে নিয়েও কাজ করতে থাকব। আর আমি আশা করি, সারা বিশ্বের চাপের কাছে পাকিস্তানে আহমদীদের উপর হতে থাকা অত্যাচারের অবসান হবে।

অনুরূপভাবে মসজিদের নাম মরিয়ম মসজিদ রাখার মাধ্যমেও আপনারা একথা প্রকাশ করেছেন যা আপনাদের এবং আমাদের মাঝে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একে অপরের মাঝে পার্থক্য খোঁজার পরিবর্তে সাদৃশ্যকে আপনারা গুরুত্ব দিয়েছেন। এটি আপনাদের অত্যন্ত বিনম্রতার পরিচয়। সবশেষে এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য আরও একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি আশা করি জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে মিলে ভবিষ্যতেও আমরা কাজ করব এবং জামাতের শান্তির বার্তা প্রসারে সহযোগিতা করব।

পরের বক্তা ছিলেন ডেপুটি স্পীকার জোনা টাফি, যিনি আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় সদনের সদস্যা এবং জামাতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি বলেন- সর্বপ্রথম আমি এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার মহল্লায় বসবাসকারী আহমদী সদস্যদেরকে চিনি। এই সব আহমদীরা স্থানীয় স্তরের কাজকর্মে অত্যন্ত সক্রিয় থাকে এবং সমাজে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে আহমদীয়া জামাতের মহিলা সংগঠন প্রতি বছর চ্যারিটি সংগ্রহ করে। অনুরূপভাবে যুবক ও যুবতীরা স্থানীয় কমিউনিটির মধ্যে পুরো অংশগ্রহণ করে থাকে, শিক্ষার প্রতি তাদের বিশেষ মনোযোগ রয়েছে। এছাড়া এখন আয়ারল্যাণ্ডে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও দেশের মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সময়ে আন্তঃধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

এরপরের অতিথি ছিলেন ফাদার মার্টিন হোয়েলান, যিনি গালওয়ের বিশপের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন। তিনি নিজেও বিশপ। তিনি বলেন, 'বিশপ অফ গালওয়ে এবং গালওয়ের ক্যাথলিক কমিউনিটির প্রতিনিধি হিসেবে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আমার জন্য সম্মানের বিষয়। বাইবেলের 'সৃষ্টি' অধ্যায়ে খোদা তা'লা ইব্রাহিমকে বলেন,'প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তুমি আদি-পিতামহ হয়ে থাকবে। আমি তোমাকে বহু প্রজন্ম দান করব। আমি তোমার সঙ্গে একটি চুক্তি করব আর সেই চুক্তি তোমার ভবিষ্যত প্রজন্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত।"

আজ আমরা দেখি যে অসংখ্য ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলমান ইব্রাহিমের খোদার উপাসনা করেন। এই পটভূমির আলোকে ক্যাথলিক চার্চ 'মসজিদ মরিয়ম' কে স্বাগত জানায়, যাতে আহমদী মুসলমানেরা শান্তি ও স্বাধীনতা সহকারে খোদার ইবাদত করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের জামাতকে সবসময় শান্তি ও সফলতায় ভূষিত করুন।

উক্ত অনুষ্ঠানে গালওয়ে শহর এবং গালওয়ে কাউন্টি একটি বিভাগ গার্ডা-র পুলিশ চিফ সুপারিনটেনডেন্ট থমাস কিউরলিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের আবেগ অনুভূতির কথা ব্যক্ত

এরপর ২ পাতায়.....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir